রাঁচি, বৃহস্পতিবার
22:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>248 >>06 Ashar 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৮ >> << ০৬ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে তৃণমূলে বিদ্রোহ!

কলকাতা ঃ একের পর এক বিধায়ক কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন তৃণমূলের অন্দরে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে অন্তর্কলহে জেরবার শাসকদল।

উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের আগে শাসকদলের ভিতরে অন্তর্কলহ চরমে। একের পর এক বিধায়ক দলের হাইকম্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। প্রকাশ্যে দলের নিন্দা করছেন।

গত বিধানসভা ভোটের সময় দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে হুগলির বলাগড়ে টিকিট দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মনোরঞ্জন সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তিনি অব্যাহতি চান। এক, জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির সদস্যপদ এবং দুই, দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ। সরাসরি কোনো কারণ না দেখালেও ব্যক্তিগত স্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে তার রোষ গোপন করেননি মনোরঞ্জন। বলাগড়ের এই বিধায়ক লিখেছেন, নিজের বিধায়ক পদও তিনি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপাতত তার রোজগারের অন্য কোনো রাস্তা না থাকায় এখনই এই পদ তার পক্ষে ছাড়া সম্ভব হবে না। তবে তিনি একইসঙ্গে জানিয়েছেন, দলীয় রাজনীতির এই মঞ্চ তার জন্য নয়। কিছুদিন আগে মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট বিলি করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের অন্দরেই। বিষয়টি নিয়ে ব্লক স্তরের এক নেতাকে পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন মনোরঞ্জন।

শুধু মনোরঞ্জন ব্যাপারী নন, উত্তরবঙ্গের অন্যতম নেতা ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেছেন, পঞ্চায়েত ভোটে প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ থাকে। পঞ্চায়েত ভোটে যাদের টিকিট দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ তিনি।

আব্দুল করিমের পথেই হাঁটছেন মুর্শিদাবাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। জেলার সাংগঠনিক সভাপতি শাওনী সিংহ রায়ের অপসারণ চেয়েছেন তিনি। বহরমপুরে দলের দলীয় কার্যালয় ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছেন হুমায়ুন। নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বস্তুত, তৃণমূলের এই নেতারা যে অভিযোগগুলি সামনে আনছেন, রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সেই অভিযোগ সাধারণত শাসকদলের বিরুদ্ধে করে থাকে। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব অবশ্য বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। দলের মুখপাত্র তাপস রায় জানিয়েছেন, ‘‘সব নেতারই পছন্দের প্রার্থী থাকে। দল সমস্ত দিক খতিয়ে প্রার্থী তালিকা তৈরি করে। তা নিয়ে সমায়িক ক্ষোভবিক্ষোভ হয়। কিন্তু বিষয়টি বেশি দূর গড়াবে না।’’

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী। অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাদের চিহ্ন চিহ্নিতকরণের ফর্ম নিয়ে বিডিও অফিসে যাচ্ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা। দুষ্কৃতীরা তার হাত থেকে ফর্মের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ফলে ওই ফর্ম জমা দেওয়া যায়নি। এর অর্থ ওই প্রার্থীরা দলীয় প্রতীকে লড়তে পারবেন না। অধীরের অভিযোগ, ওই দুষ্কৃতীরা তৃণমূল আশ্রিত। বিডিও এবিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলেও অভিযোগ করেছেন অধীর। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাত থেকে টানা অবস্থান চালাচ্ছেন লোকসভার নেতা। পাশাপাশি লোকসভার স্পিকারকেও এবিষয়ে চিঠি দিয়েছেন তিনি।

১৪ আগস্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম শুরুর দিন নির্ধারণ করলেন বিচারক

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার এক ফেডারেল বিচারক আজ মঙ্গলবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম শুরুর দিন হিসেবে ১৪ আগস্ট নির্ধারণ করেন। তার বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউজ ছেড়ে যাওয়ার পর সংবেদনশীল সরকারি নথির অপব্যবস্থাপনার অভিযোগ এসেছে। আইন বিশ্লেষকরা বলছেন, এই মামলার জটিলতার কারণে খুব সহজেই প্রথম বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আনা এই ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে।

বেশ কয়েকজন আইনি বিশ্লেষক পূর্বাভাষ দিয়েছে, মামলার জটিলতার কারণে অন্তত ১ বছরের আগে এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হবে না, এবং খুব সম্ভবত ২০২৪ এর নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেও এটা শুরু হবে না। জাতীয় জরিপ অনুযায়ী, রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য ট্রাম্প শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। গত সপ্তাহে মায়ামিতে তার বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ গঠনের সময় ট্রাম্প সব ধরনের ফৌজদারি অভিযোগের বিপরীতে নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ৩১টি নথি নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগ আসে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও অস্ত্র সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক প্রকল্প সম্ভাব্য সামরিক হামলার বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র রাষ্ট্রদের ভঙ্গুরতা এবং বিদেশীদের কাছ থেকে এ ধরনের আক্রমণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতি আক্রমণ বিষয়ে তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা মোট ৩৭টি অভিযোগে আরও দাবি করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের এই ৪৫তম প্রেসিডেন্ট তার একজন ব্যক্তিগত সহকারী ওয়াল্ট নাউটার সঙ্গে যোগসাজশে ট্রাম্পের অ্যাটর্নি, এফবিআইর তদন্তকারী দল ও এ মামলার শুনানির কাজে নিয়োজিত গ্র্যান্ড জুরির কাছ থেকে এই নথিগুলো গোপন্ রাখেন। নাউটার বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ফক্স নিউজের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোমবার ট্রাম্প জানান, অভিযোগে একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যখন তার হাতে গোপন নথি নয়, বরং সংবাদ প্রতিবেদন ছিল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে জোর প্রতিরক্ষায়ঃ মিলিত উদ্যোগে ফাইটার জেট ইঞ্জিন তৈরি হবে ভারতে

নিউ ইয়র্ক ঃ পোশাকি নাম ‘টু বাই টু’। আদতে চীনের মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা এবং কূটনীতিতে ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরও নিবিড় করা। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে পারস্পরিক সহযোগিতাই হতে চলেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফরের মূল আলোচ্য বিষয়। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠকে গুরুত্ব পাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে দুই দেশের সহযোগিতা। তার মধ্যে আধুনিক জেট ইঞ্জিন নির্মাণ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সই হতে পারে বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, ভারতের সঙ্গে মিলিত উদ্যোগে ফাইটার জেটের ইঞ্জিন তৈরি করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। এই নিয়ে চুক্তির কথাবার্তাও চলছে। ম্যাসাচুসেটস এর এই অ্যারোস্পেস উৎপাদনকারী সংস্থা ভারতের হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকিস লিমিটেডের সঙ্গে মিলিত উদ্যোগে ফাইটার জেটের ইঞ্জিন তৈরি করতে পারে। আপাতত তেজস লাইট কমব্যাট যুদ্ধবিমানগুলির জন্যই ইঞ্জিন তৈরি করা হবে বলে সূত্রের খবর।

সরকারি সূত্রের খবর, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নয়া মোড় আনতে ‘ক্রিটিকাল অ্যান্ড টেকনোলজি’ নামে নয়া প্রকল্প শুরু করতে চলেছে দুই দেশ। যৌথ উদ্যোগে জিই জেট ইঞ্জিন নির্মাণ সেই কর্মসূচিরই অন্তর্গত। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব ক্যাথলিন হিকসের বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে সরকারি সূত্রের খবর।

চুক্তির পর, জেনারেল ইলেকট্রিক ভারতে জিইর ক্ষ৪১৪ জেট ইঞ্জিন তৈরি করবে। এটি মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্বনির্ভর ভারত প্রকল্পকে শক্তিশালী করবে। জিইর ক্ষ৪১৪ ইঞ্জিন তেজস লাইট কমব্যাট ফাইটার জেটে লাগানো হবে। ভারত ইতিমধ্যেই বিদেশি নির্মাতাদের সঙ্গে সহযোগিতায় ১১৪টি মাল্টিরোল ফাইটার জেট রাখার পরিকল্পনা করছে।

লুপ্তপ্রায় | প্রবালের ভাণ্ডার ও সমুদ্রের তলদেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে

ভূমধ্যসাগরের মূল্যবান প্রবাল হুমকির মুখে

নেপলস ঃ সমুদ্রের নীচে প্রবালের জগত মানুষকে মুগ্ধ করে এলেও বর্তমানে অনেক জীবের মতো প্রবালও লুপ্তপ্রায়। ফলে ইটালির দক্ষিণ ও আফ্রিকার উত্তরের অঞ্চলে মূল্যবান প্রবালের ব্যবসার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

ইটালির দক্ষিণে নেপলস শহর কয়েক শতাব্দী ধরে মূল্যবান প্রবালের বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির একেবারে পাদদেশে তোরে দেল গ্রেকো নামের ছোট শহর প্রবাল বাণিজ্যের বিশ্বরাজধানী হিসেবে পরিচিত। কোরালের গহনার চাহিদা আবার বেড়ে চলায় শহরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি সন্তুষ্ট। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ও অলংকারের ব্র্যান্ডগুলি তোরে দেল গ্রেকোয় ভিড় করছে।

অবশেষে এমন এক দোকানদারের দেখা পাওয়া গেল, যিনি প্রবালের বেআইনি ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে প্রস্তুত। মিকো কাতাল্দো বর্তমানে এক ‘গোল্ড রাশ’ উদ্দীপনা টের পাচ্ছেন, যেমনটা আগে কখনো দেখা যায় নি।

ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সম্পর্কে আগের তুলনায় বেশি সচেতন হয়েছে বটে, কিন্তু চোরাচালানকারীদের দল ঠিকই ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছে। মিকো বলেন, ‘‘আমি খুব সাহস করে কিছু বলছি। তারা স্পেনে প্রবাল চালান করতে দেয়। তারপর সেগুলি ফ্রান্স ও ইটালি চলে যায়। তারা কোনো না কোনো উপায় ঠিকই খুঁজে পায়।’’

এবার ভূমধ্যসাগরের অন্য দিকে নজর দেওয়া যাক। টিউনিশিয়ার উত্তরে ভূমধ্যসাগর উপকূলে তাবার্কা নামের জেলেদের এক গ্রাম অবস্থিত। কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে মূল্যবান কোরালকে ঘিরেই কর্মকাণ্ড চলছে। তবে ইটালির মতো সেখানে ‘গোল্ড রাশ’-এর মতো উন্মাদনা চোখে পড়ছে না। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, দশটির মধ্যে নয়টি দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। যথেষ্ট প্রবালের অভাবে এমন দূরাবস্থা।

সালাহ বজাউয়ি নিজে অনেককাল ডুবুরি হিসেবে প্রবাল সংগ্রহ করেছেন। তবে আইনি পথেই তিনি সেই কাজ করেছেন বলে জানালেন। এখন বয়স বেড়ে গেছে। তবে তিনি নিজের নৌকা অন্য ডুবুরিদের ব্যবহার করতে দেন। তিনি মনে করেন, ‘‘বেআইনি মাছ ধরা এত বেড়ে গেছে, যে আমরা বিশাল সমস্যার মুখে পড়েছি। কারণ এর ফলে আমাদের প্রবালের ভাণ্ডার ও সমুদ্রের তলদেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কোনো একটি টিলার উপর দশ কিলো প্রবাল বেড়ে উঠলে যন্ত্র দিয়ে বেআইনিভাবে মাছ ধরার কারণে তার আশেপাশের জৈব পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। তখন নয় কিলো কোরাল হারিয়ে যায়, মাত্র এক কিলো উত্তোলন করা হয়।’’

তারপর সেই পণ্য টিউনিশিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে চালান করা হয়। বিশেষ করে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল ও এশিয়ায় চাহিদা বেড়েই চলেছে। একবার গন্তব্যে পৌঁছে গেলে প্রবালের প্রকৃত উৎস নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। উপকূলরক্ষী বাহিনী তাবার্কার ছোট বন্দরে নিয়মিত নৌকার তল্লাসি নেয়।

আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া ও স্পেনের এক যৌথ নেটওয়ার্ক তিন বছর আগে জানতে পেরেছে, যে কোটি কোটি ইউরো মূল্যের কোরাল গোটা বিশ্বে চোরাচালান করা হয়েছে। টিউনিশিয়ার উপকূলরক্ষী বাহিনীর আদাম বেন আরাফা বলেন, ‘‘তারা প্রায়ই বিজার্টে ও রাজধানী টিউনিসে পণ্য জমা রাখে এবং রপ্তানির চেষ্টা করে। ইটালিই হলো ক্লাসিক রুট। সেখান থেকে প্রবাল প্রায়ই ভারত পর্যন্ত পাঠানো হয়।’’

মূল্যবান প্রবালকে ঘিরে সব সমস্যার যে একটাই উৎস, শিল্পের কারিগর হিসেবে মুরাদের কাছে তা একেবারে স্পষ্ট। আর তা হলো মানুষ ও তার মুনাফার লোভ। তিনি বলেন, ‘‘অন্য অনেক প্রজাতির মতো প্রবালও লুপ্তপ্রায় জীব। কারণ আমরা কোনো সময় দিতে প্রস্তুত নই। বেড়ে ওঠা, বিকাশের সময় আমরা দেই না। আমরা সমুদ্রের সম্পদের আর যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছি না।’’

আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে তোরে দেল গ্রেকোয় কেউ মাথা ঘামায় বলে মনে হচ্ছে না। তবে একটা উপলব্ধি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। ব্যবসার কালো দিকের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে কোনো এক সময় প্রবাল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

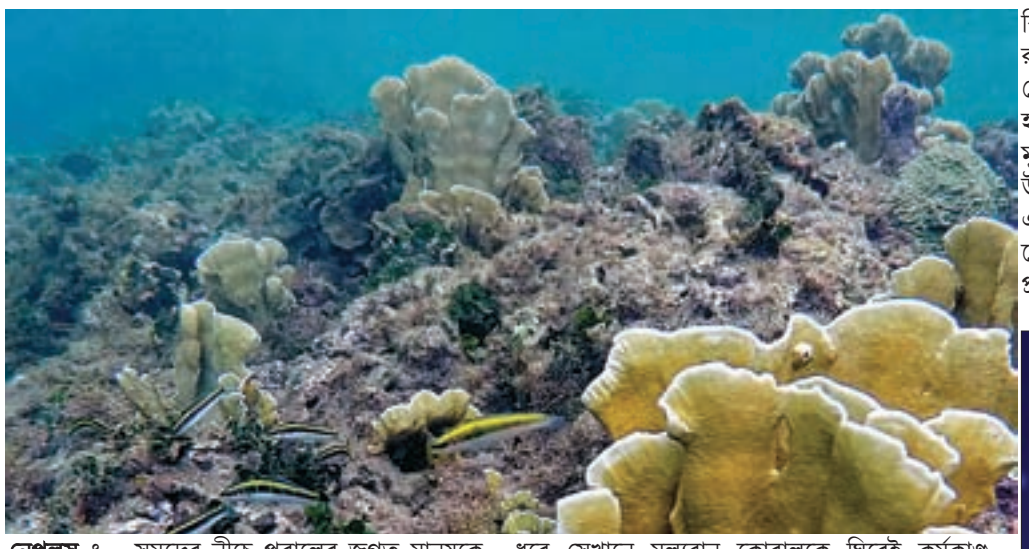

সম্ভাব্য দুর্নীতি তদন্তে প্যারিস অলিম্পিক আয়োজকদের কার্যালয়ে তল্লাশী

প্যারিস ঃ মঙ্গলবার ফরাসি তদন্তকারীরা অলিম্পিক আয়োজকদের সদর দপ্তরে সম্ভাব্য দুর্নীতির তদন্তের অংশ হিসেবে অনুসন্ধান চালিয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রসিকিউটরের কার্যালয় একথা জানায়। প্যারিস আয়োজক কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, সেন্ট ডেনিসের শহরতলিতে তাদের সদর দপ্তরে একটি অনুসন্ধান চলছে এবং প্যারিস ২০২৪ তদন্তকারীদের তদন্তের সুবিধার্থে সহযোগিতা করছে। এটি আর মন্তব্য করেনি। মঙ্গলবার আর্থিক প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, অনুসন্ধানগুলো প্যারিস অলিম্পিক সম্পর্কিত দুটি প্রাথমিক তদন্তের সাথে যুক্ত যা আগে প্রকাশ করা হয়নি। প্রসিকিউটর কার্যালয়ের নীতি অনুসারে, কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করার অনুমোদন ছিল না। প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে, ২০১৭ সালে অর্থাৎ যে বছর প্যারিসকে ২০২৪ সালের আয়োজক হিসেবে আইওসি দ্বারা বাছাই করা হয়েছিল সে বছর পাবলিক তহবিল এবং পক্ষপাতিত্বের সন্দেহজনক আত্মসাৎ এবং প্যারিসের আয়োজকদের দ্বারা সম্পন্ন হতে যাওয়া অনির্দিষ্ট চুক্তির বিষয়ে একটি তদন্ত শুরু হয়েছিল।

বাজার দর

SENSEX : 63523.15 +195.45
NIFTY : 18856.85 +40.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
34.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মানবাধিকার পরিস্থিতি সংকটজনক, মৌলিক মূল্যবোধ উপেক্ষিত, বলছেন ওএইচসিএইচআর প্রধান

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, দেশগুলো মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংকটের মুখে রয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের চার সপ্তাহের অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোমবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুর্ক বলেন, জাতিসংঘের মূল ভিত্তি মানবাধিকার এখন ‘সংকটময় সন্ধিক্ষণে’ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মানবাধিকারকে এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেয়ে দমনমূলক সরকারগুলোর স্বার্থই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কয়েক ডজন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক পর্যালোচনায় তুর্ক বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে সংঘটিত নৃশংসতা এবং অপরাধের কথা তুলে ধরেন। কয়েকটি সরকারকে বাদ দেওয়া এই প্রতিবেদনে তিনি হন্ডুরাসের মানবাধিকার রেকর্ডের সমালোচনা করে, ভূমিসম্পর্কিত দ্বন্দ্ব এবং মানবাধিকার এবং পরিবেশ রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি নিকারাগুয়ার কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করে বলেন, সুশীল সমাজের ওপর অত্যন্ত কঠোর দমনপীড়ন এবং নাগরিক স্থান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তুর্ক রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানান যাতে রাশিয়ান ফেডারেশন অধিকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চল এবং রাশিয়ান ফেডারেশন উভয় জায়গায় তার কর্মীদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। তিনি বলেন কমপক্ষে, বেসামরিক বন্দী, যুদ্ধবন্দী এবং ইউক্রেনীয় শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের এই অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের সাথে দেখা করার জন্য সুযোগ দেয়া হউক। হাই কমিশনার সাবসাহারান আফ্রিকায় নির্যাতন ও বৈষম্যের মারাত্মক ঘটনাকে চিহ্নিত করেন। যেমন উগান্ডায়, যা সম্প্রতি সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আইন গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন এমআইএনইউএসএমএ প্রত্যাহারের জন্য মালির অনুরোধের সমালোচনা করে তিনি বলেন, মানবাধিকারকে অবশ্যই সবসময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

মালদহে সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীদের হুঁশিয়ারী পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮ সালের পূর্ণাবৃত্তি ২০২৩ হবে না

মালদা ঃ 'মালদহে সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীদের হুঁশিয়ারী পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮ সালের পূর্ণাবৃত্তি ২০২৩ হবে না। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পরেই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন মালদহের জেলা শাসক। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ প্রশাসনের প্রস্তুতিহীন পঞ্চায়েত ভোট হচ্ছে। নমিনেশনের দিন ঘোষণা করা হলেও জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডিসিআর পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ বিরোধীদের। যদিও খুব দ্রুত সেই সমস্যার সমাধান করা হবে জানালেন জেলাশাসক।যদিও শাসকদলের দাবি বিরোধীরা একটা চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

মালদহ জেলা প্রশাসনিক ভবনে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস ও শাসক দলের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। যদিও বিরোধীরা একযোগে অভিযোগ করেন রাজনৈতিক দলগুলি আমরা প্রস্তুত রয়েছি। খুব শীঘ্রই আমরা প্রার্থী তালিকা ও প্রকাশ করব। তবে এখানে এখনো প্রস্তুত নয় জেলা প্রশাসন। কারণ তারা এখনো বিভিন্ন জায়গায় ডিসিআর দিতে অক্ষম। যার ফলে নমিনেশনের প্রথম দিন কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নমিনেশন করতে পারেননি। নিরাপত্তা যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তবে ২০১৮ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না ২০২৩ সালে বলে দাবি করেছেন বিরোধীরা। এই ভোটে পুলিশে কোন আস্থা নেই।যদিও শাসকদলের দাবি অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হবে মানুষ স্বচ্ছ ভাবে ভোট দিতে পারবে।

মালদহ সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য কৌশিক মিশ্র জানান, একটা ভোগাস নির্বাচন করার জন্য এরা এটা করেছে। যাতে সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে।প্রথমে বলা হল গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচন হবে।সবাই সেখানে অংশগ্রহণ করবে। তবে যেভাবে নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে তাতে আমরা চিন্তিত নই।কারন আমরা জানতাম মে মাসে নির্বাচন হবে সেইমতো আমরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। তবে তাদের উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধিটা খুব খারাপ। যাতে বিরোধীরা এতে অংশগ্রহণ করতে না পারে। যাতে বিরোধীরা নমিনেশনের সমস্ত ক্রাইটেরিয়া পূরণ না করে করতে পারে। সেই সমস্ত চেষ্টা নির্বাচন কমিশন করেছে। তবে ২০১৮র পুনরাবৃত্তি ২০২৩এ হবে না। আমরা বলছি সম্পূর্ণ প্রস্তুতির অভাবসহ এই নির্বাচন হচ্ছে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কালী সাধন রায় জানান, আজকে সরকারের যে অপ্রস্তুত অবস্থা তা প্রকাশ্যে এসে গেল। আমরা জেলাশাসককে বললাম এটা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষে চরম ব্যর্থতা। আজকে বিডিওরা হাতজোড় করে বলছি, না পারছে ডিসিআর জমা করতে,না বলতে পারছে নমিনেশনের নিয়ম। আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এই সরকার আস্তে আস্তে বিরোধীদের এনক্লোজ করার চেষ্টা করছে।

বিজেপি নেতা নীলাঞ্জন দাস জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে হটোকারিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাতে বোঝা গেল প্রশাসনের কি দৈন দশা অবস্থা। এখনো ঠিক ভাবে তারা প্রস্তুতি করে উঠতে পারেনি। জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডিসিআর পাওয়া যাচ্ছে না। খুব কম সময়ের মধ্যে এতটা নমিনেশন কিভাবে হবে। ডিসিআর আদৌ পাওয়া যাবে কিনা।

জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, সরকারের কি কি গাইডলাইন হবে সেটা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক জেলাশাসক ডেকেছেন। নিজের নিজের মতামত সবাই প্রকাশ করেছেন। আমাদেরও একই কথা ছিল সবারই একই কথা ছিল যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়। সেভাবে জেলা প্রশাসন প্রস্তুত আছে।পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন লোক ইনটেনশনালী নিজের কথা বলার চেষ্টা করে। নির্বাচনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিরোধীরা একটা চক্রান্ত করছে। সারাবছর রাজ্য পুলিশ আপনাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে তাহলে নির্বাচনে পুলিশ কেন তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না এখানে কেন্দ্রীয় পুলিশ আসছে না।

কালচিনি ব্লকে পঞ্চায়েতে শনিবার মনোনয়ন জমা করল বিজেপি ও আর এস পি

আলিপুরদুয়ারঃ কালচিনি ব্লকে পঞ্চায়েতে শনিবার মনোনয়ন জমা করল বিজেপি ও আর এস পি। এদিন বিজেপির ৩০ জন পঞ্চায়েত সদস্য মনোনয়ন জমা করে এবং আর এস পি ৩ জন পঞ্চায়েত মনোনয়ন জমা করে । বিজেপি জেলা সম্পাদক রাজেষ বারলা জানান কালচিনি, গাড়োপাড়া,চুয়াপাড়া,জয়ঁগা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ত্রিশ জন পঞ্চায়েত মনোনয়ন জমা করে বিজেপি থেকে।ওপরদিকে জয়ঁগা এলাকা থেকে তিনজন আর এস পি পঞ্চায়েত মনোনয়ন জমা করে । এদিন কালচিনিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে মনোনয়ন হয়েছে বলে জানান বিজেপি ও আর এস পি নেতৃত্বরা

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালতি রাভা রায়কে খুজে পাওয়া যাবেনা কটাক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষের

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালতি রাভা রায়কে খুজে পাওয়া যাবেনা কটাক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষের।ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। ৮ই জুলাই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরের দিনেই অর্থাৎ ৯ ই জুন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে মনোনয়নপত্র জমা। কর্মীদের মনবল চাঙ্গা করতে তুফানগঞ্জে আসেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তুফানগঞ্জে এসে কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মী বৈঠক করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং তিনি মালতী রাভা রায়কে ভোট পাখি বলে কটাক্ষ করেন,ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন। জেতার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি পঞ্চায়েত ভোট এসেছে তাই মানুষের কাছে ভোট চাইতে আবার তার দেখা মিলেছে। যদিও এ বিষয়ে পাল্টা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি মালতী রাভা রায় তিনি বলেন কে ভোট পাখি আর কাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা কোচবিহারের মানুষ ভালোভাবে জবাব দিয়েছে। কোচবিহারের মানুষ তাকে এমন ভাবে জবাব দিয়েছে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে কতটা গুরুত্বহীন মানুষ।

বানারহাট ব্লকের চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় অভিনব ভোট প্রচার, ঢাক, ঢোল, মাদল বাজিয়ে তৃনমূলের প্রচার গয়েরকাটায়

জলপাইগুড়ি ঃজেলার বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা বলয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। সদ্য ধুপগুড়ি ব্লক ভাগ হয়ে নতুন ব্লক গঠিত হয় বানারহাট। চা বাগান অধ্যুষিত গয়েরকাটায় এলাকার বিভিন্ন বুথে বুথে শুরু হয়েছে তৃণমূলের প্রতীক সহ দেওয়াল লিখন। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত বিরোধীদের প্রচারে নামতে দেখা যায়নি। তবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই পথে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা।

ঘোষণা হয়নি তৃণমূল প্রার্থীদের নাম। তাই মন্দিরে পুজো দিয়ে দলিয় প্রতীক নিয়েই প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কর্মী হিরন ঘোষ, পংকজ দত্ত, নিখিল সাহা সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও প্রচারের কাজে দেখা গিয়েছে মহিলাদের একটি বিরাট অংশকে। সব মিলিয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার প্রথম থেকেই এবার যেন গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে তাতে খুব খুশি দলের জেলা স্তরের নেতারা। মূলত দলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে হাতিয়ার করে এবার নির্বাচনী লড়াই চালাতে চায় তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখাই দলের মূল লক্ষ্য এবার। চা বলয়ের ভোট কে লক্ষ্য রেখে ঢাক, ধামসা ও মাদল বাজিয়ে শুরু হয়ে গেল তৃণমূলের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার।

এলাকাকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে এলাকার প্রত্যেকটি ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছিটালো তৃণমূল কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ দীর্ঘদিন ধরে পরিস্কার হচ্ছে না এলাকার নালা নর্দমা গুলি।পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী।নালা নর্দমায় জমে রয়েছে আবর্জনা।এর ফলে বাড়ছে মশা মাছির উপদ্রপ। অবশেষে এলাকাকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে পুরো এলাকা জুড়ে প্রত্যেকটি ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছিটালো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ এর ৯২ নম্বর পার্টের বুথ সভাপতি বাদল দাসের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। জানাগেছে এই এলাকাটি বিজেপির দখলে রয়েছে।তাদের কোনোদিনও এলাকায় দেখা যায়না। মাঝে মধ্যেই তৃণমূল কর্মীরাই উদ্যোগ নিয়ে এলাকাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলছেন স্থানীয়রা।এদিন ১৯ এর ৯২ পার্টের প্রত্যেকটি ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক যুব সভাপতি কিশোর মন্ডল,,বুথ সভাপতি বাদল দাস,সুশীল রায় সহ বুথের সকল কর্মীরা।

দোকানের শাটার ভাঙতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা চোর

শিলিগুড়ি ঃ দোকানে চুরি করতে এসে ধরা পড়ল চোর। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত খড়িবাড়ির ব্লকের বাতাসিতে দোকানে চুরি করতে এসে ধরা পড়ল চোর। রবিবার ভোররাতে দোকানে চুরি করতে এসে চোরকে হাতেনাতে ধরল ব্যবসায়ীরা। জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে ফলের দোকান সবজি দোকান এমনকি মুদি দোকানে চুরি হচ্ছে। এদিন দোকানের শাটার ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়ে চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে বেশকয়েকজন। পরে চোরকে ধরে বিদ্যুৎ খুঁটিতে বেঁধে রাখে ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধৃতকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। ঘটনায় আরো কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ব্যবসায়ীরা জানান বেশকিছুদিন ধরেই এলাকায় চুরি হচ্ছে। দোকানের জিনিষপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি টাকাও চুরি হচ্ছে।

ফের বাগডোগরায় দুর্ঘটনা । মালবাহী গাড়ি উল্টে আহত ২২ জন

শিলিগুড়ি ঃ সকাল ১১ টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বাগডোগরা মুনি চা বাগানের কাছে । জানা গিয়েছে মালবাহী গাড়ি করে ঘোষপুকুর থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ২২ জন বেসরকারী কর্মচারী । সে সময় হটাৎ বাগডোগরা মুনি চা বাগানের কাছে জাতীয় সড়কে উল্টে যায় মালবাহী গাড়িটি । ঘটনায় আহত হয় ২২ জন। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে তারা । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা।

কংগ্রেসকে আক্রমণ তৃণমূলের রনক্ষেত্র ময়ূরেশ্বর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বুধবার দুপুরে ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের উলকুন্ডা গ্রামপঞ্চায়েতের দুনামোর গ্রামের দুইজন কংগ্রেস প্রার্থী কংগ্রেসের সিম্বল আনতে ময়ূরেশ্বর দুইনং বিডি অফিস কোটাসূরে গিয়েছিল । বর্তমান তৃনমূলের প্রধান শামসুল আলী মল্লিকের নেতৃত্বে রাজা শেখ বিশাল দলবল নিয়ে গিয়ে কোটাসূরে কংগ্রেস কর্মীদের ধাওয়া করে বলে অভিযোগ । ধাওয়া করার ফলে কংগ্রেসের কর্মীরা বিডিও অফিসের ভেতরে ঢুকে যায় । পরবর্তীক্ষেত্রে কংগ্রেসের লোকজন গিয়ে তাদের কর্মীদের অফিস থেকে বার করে নিয়ে আসে । রাস্তায় ফেলে কংগ্রেসের প্রার্থী সহ কমী সমর্থকদের বেধড়ক মারধর করে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা । গ্রামের লোকজন এগিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে পিছু হটে দুস্কৃতীরা । রনক্ষেত্র হয়ে উঠে এলাকা । ময়ূরেশ্বর থানার ওসি পার্থসারথি ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে ।

কংগ্রেস ছাড়লো জেলা যুব সাধারণ সম্পাদক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বঃটন নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কংগ্রেস ছাড়লো বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক টিপু মিয়া । টিপু পেশায় একজন স্টোর কর্মী । টিপু বলেন, বর্তমানে কংগ্রেসের মুরারই একনং ব্লকে কংগ্রেস নেতৃত্বে কিছু বেনে জল ঢোকাতে কংগ্রেস দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । তার প্রমাণ এই বিধানসভাকেন্দ্রের প্রতিটা বুথে নিজেরা নিজের সঙ্গে লড়াই করছে পুরনো কংগ্রেস ভার্সেস নতুন কংগ্রেস (যারা সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছে) । সিপিএমের আসনে কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট দিয়েছে কিছু কিছু ব্যক্তিকে কংগ্রেসের প্রতীক দেওয়া হয়েছে অথচ যে যারা নতুন কংগ্রেস খুব কাছের তাকে জোট লঙ্ঘন করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতীক দেওয়া হয়েছে অথচ আমরা পুরাতন কর্মী হয়েও অবহেলিত । জেলা নেতৃত্বের এই দ্বিচারিতা মনোভাবের জন্য আমি কংগ্রেস দল ত্যাগ করলাম ।

মালদহে পঞ্চায়েতের প্রার্থী ঘোষনার আগে বিবাদ তৃণমূলের কার্যালয়ে যুবদের ভাঙচুর

মালদা ঃ প্রার্থী নিয়ে বিবাদ তৃণমূল পার্টি অফিসে চললো ভাঙচুর। মালদহের গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুর। টিকিট নিয়ে বিবাদ। সেই বিবাদের জেরে ভাঙচুর। যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে না এই অভিযোগ তুলে ভাঙচুর করা হয় পার্টি অফিস। জানা গিয়েছে ৮জুন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষনা হয়েছে।এর আগে থেকেই সব রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রার্থী ঠিক হয়েছে। তবে ঘোষনা হয়নি। এদিন গাজলের যুব তৃণমুল কর্মীদের অভিযোগ গাজোলের ব্লক সভাপতি দিনেশ টুডুকে প্রার্থী ঠিক করার আলোচনা সভায় বলা হয়েছিল যুবতৃণমুল কর্মীদের পাঁচজনকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হোক। তৃণমুল সুত্রে খবর রবিবার তৃণমুলের প্রার্থী ঘোষনা হবে। তার আগে রবিবার দিনেশ টুডু বিভিন্ন টালবাহান করছে। ফোন ধরছেন না আবার কখনো বলছেন শহর আছে। আমরা রাত্রিপর্যন্ত শহরের ছিলাম। তরপরও সে ফোন ধরেনি কিছুই করছেন না। এরপর গাজোল তৃণমুল পার্টিফিসে চড়াও হয়ে যুব তৃণমূল কর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। যদিও গোটা বিষয়ট নিয়ে ব্লক সভাপতি দিনেশ টুডু জানান,এখনো প্রার্থী ঘোষনা হয় নি। মিথ্য ভিত্তিহীন অভিযোগ। কিছু মদ্যপ ভানুষ এই ঘটনা ঘটিয়ে। দল এগুলো বরদাস্ত করবে না।

বিজেপির দক্ষিন মালদার সাংগঠনিক সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন,ক্ষমতা কার দখলে থাকবে।কার কাছের লোক প্রার্থী হল টাকা লুট পাট করতে এই ঘটনা।ফলে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে। লে ভাঙচুর করছে। এই ঘটনায় যাতে সাধারন মানুষের ক্ষতি না হয়।

ধুপগুড়ি বিডিওএর দাদাগিরির অভিযোগ তুলে ধর্নায় বসল সাংবাদিকরা

ধুপগুড়ি ঃ অভিযোগ শনিবার নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তিনজন সাংবাদিক খবর করতে গেলে তাদেরকে খবর করতে বাধা দেন ধুপগুড়ির বিডিও শঙ্খদ্বীপ দাস। এমনকি বিডিও অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেয়। এমনকি পুলিশদের দিয়ে তাদেরকে বের করে দেন বলে অভিযোগ। বিডিও অফিস থেকে বেরোনোর পর বিডিও অফিসের গেটের সামনে ওই তিন সাংবাদিক ধর্নায় বসেন। একে একে জড়ো হয় ধূপগুড়ির সমস্ত সাংবাদিক। অভিযোগে, এর আগেও ধূপগুড়ির প্রতিটি সাংবাদিককে হুমকি দিত ধূপগুড়ির বিডিও। এমনকি ধূপগুড়ির সকল সাংবাদিককে দেখে নেওয়ার হুমকি সহ পুলিশে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। এর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক উজ্জ্বল রায়কে হুমকি দেন বলে অভিযোগ ধূপগুড়ির বিডিও শঙ্খদীপ দাসের বিরুদ্ধে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬ জন প্রার্থী একটি মিছিলের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল

উত্তর দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখোর এক নম্বর ব্লকের পানঞ্জিপারা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬ জন প্রার্থী একটি মিছিলের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল এর জন্য রওনা হলেন। জেলার গোয়ালপোখোর এক নম্বর ব্লকের পানঞ্জিপারা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬ জন প্রার্থী একটি মিছিলের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল এর জন্য রওনা হলেন।

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ও যুব মোর্চার দিনহাটা বিধানসভার আহ্বায়ক অনিমেষ বর্মণ থামা তৃণমূলের সদস্য

কোচবিহার ঃ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল দলের জেলা কমিতির সদস্য এবং যুব মোর্চার দিনহাটা বিধানসভার কনভেনার অনিমেষ বর্মন। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর বাড়ির অফিসে অনিমেষের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী উদায়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ভিলেজ দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কেশব নাহা, দিনহাটা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাস প্রমুখ।

প্রার্থী নিয়ে কোন্দল এবার বিজেপির অন্দরে

মালদা ঃ পুরাতন মালদা সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বিজেপির নেতা উকিল মন্ডল এবং বিজেপির বহিস্কৃত নেতা নিতাই মন্ডলের নেতৃত্বে ১২ জন বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনোনয়নের জন্য ডি সি আর কাটলেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। জেলা নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ। আর সেই ক্ষোভ থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ১২ জন বিজেপি নেতারা।তবে কেবলমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, পঞ্চায়েত সমিতির এবং জেলা পরিষদেও প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিক্ষুব্ধদের। এমনকি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দল পরিচালিত বোর্ড গঠন করবে বলে হুংকার দেন বিজেপির বহিস্কৃত নেতা নিতাই মন্ডল।

দলের অন্দরে ক্ষোভের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি তাপস গুপ্ত। তাপস গুপ্ত বলেন,দলের অন্দরে ক্ষোভ আছে। বিজেপির মনোভাবাপন্ন কর্মীরা নির্দলে দাঁড়ালে দলের ক্ষতি হবে।তবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী।

বিজেপির অন্দরের কোন্দলকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। পুরাতন মালদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুশান্ত কুন্ডু বলেন, এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে বিজেপির অন্দরে কোন্দল আছে।কেবলমাত্র তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য বিরোধীরা তৃণমূলের কোন্দল নিয়ে কথা বলেন।ভোটে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হলদিবাড়ি বাজারের ফল ব্যবসায়ীদের ফল সামগ্রী

হলদিবাড়ি ঃ এবার প্রবল গরমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হলদিবাড়ি বাজারের ফল ব্যবসায়ীদের ফল সামগ্রী। মাথায় হাত খুচরো এবং পাইকারি ফল ব্যবসায়ীদের। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন থেকে একনাগাড়ে তাপ প্রবাহে নাজেহাল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বাসীদের পাশাপাশি হলদিবাড়ির বাসিন্দারাও । এক চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে জনজীবন এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল। সেরকমটাই জানালেন হলদিবাড়ি বাজারের এক ফল ব্যবসায়ী তাপস কুমার দত্ত। তাপস বাবু বলেন অতিরিক্ত গরমের কারণে আমাদের দোকানের আম সহ বিভিন্ন ফল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন খুব শীঘ্রই বৃষ্টি না হলে আরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। হলদিবাড়ি বাজারের অপর এক ব্যক্তি পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ জয় রায় বলেন যে গরম পড়েছে তাতে আমরা হাঁসফাঁস করছি। তিনি আরো বলেন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতির পাশাপাশি বিশেষ করে ক্ষতি হচ্ছে স্কুল কলেজের পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের। কেননা গ্রীষ্মের ছুটি পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ের মুখী হতে পারছেন না। তাতে তাদের পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই তাপ প্রবাহ কাটিয়ে শুরু হোক বর্ষা এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক জনজীবন এটাই তিনি প্রার্থনা করছেন।

ডাঙ্গাপাড়ায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত একজন

শিলিগুড়ি ঃডাঙ্গাপাড়াতে ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপর বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ। এই ঘটনায় আহত একজন। জানা এদিন সকালে আম বোঝাই ট্রাকটি মালদা থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই একটি বাস রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং ট্রাকটি বাসের পেছনে স্বজরে ধাক্কায় মারে দুমড়ে মুচড়ে যায় এই ঘটনায় আহত হয় ট্রাকের চালক। এই দেখে তরীঘরী স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ গিয়ে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

পাহাড়ের পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজু বিস্তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো সর্বদলীয় বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃ পাহাড়ের পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে মাটিগাড়া এলাকায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো সর্বদলীয় বৈঠক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়তে পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার বাসভবনে একটি সর্ব দলীয় বৈঠক ডাকেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। এই বৈঠকে উপস্থিত হন পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। মূলত যে সমস্ত দলগুলির সাথে বিজেপির জোট রয়েছে সেই সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের এদিন বৈঠকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে এই দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক তথা ক্সগগ্নক্ম দলের সাধারণ সম্পাদক নীরজ তামাং জিম্বা, গোর্খাল্যান্ড রাজ্য নির্মাণ মোর্চার সভাপতি দাওয়া পাখরিন সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্বরা।

গিরিয়া সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীর

আলিপুরদুয়ারঃ গিরিয়া সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীর । শনিবার দুফুরে আলিপুরদুয়ার পুঁটিমাড়ি এলাকায় আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা গামী প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হল বাসিন্দারা ।এলাকার বাসিন্দারা জানান পুটিমাড়ি মোড় থেকে কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গা যাওয়ার পথে গিরিয়া নদীর সেতুর অবস্থা খারাপ বহুবার বহু নেতা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে সেতু নির্মাণের জন্য কিন্তু হয়নি । এদিন পুঁটিমাড়ি মোড় এলাকায় পথ অবরোধের ফলে সড়কে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায় । সমস্যায় পড়ে নিত্যযাত্রীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

पंचायती राज, राजस्व, वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत
2,550 पद हेतु नियुक्ति पत्र वितरण समारोह
मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
विशिष्ट अतिथि
श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज तथा संसदीय कार्य विभाग
डॉ. रामेश्वर उराँव
माननीय मंत्री, योजना एवं विकास, वित्त, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
नियुक्तियों का विवरण -
पंचायती राज विभाग अंतर्गत
1,633 पंचायत सचिव
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत
707 निम्न वर्गीय लिपिक
वित्त विभाग अंतर्गत
166 निम्न वर्गीय लिपिक
खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत
44 निम्न वर्गीय लिपिक
दिनांक : 22 जून, 2023 | समय : अपराह्न 01:00 बजे
स्थान : मोरहाबादी मैदान, रांची
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর ঃ কোন পথে উপমহাদেশের রাজনীতি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির 'উন্নতি' এবং 'সুষ্ঠ নির্বাচনে সহযোগিতা' করতে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করার পর উপমহাদেশের রাজনীতিতে যখন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর ঘিরে চলছে নানা হিসাবনিকাশ। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোসহ কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে ইতিমধ্যে দাবি করা হয়েছে, এই সফরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলাপ করবেন নরেন্দ্র মোদি। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষকেরা বলেছেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েই বেশি জোর দেবেন। কেউ আবার বলছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের 'কমন ইন্টারেস্টের' বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেও দিতে পারেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে দ্য হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ২০-২৪ জুন যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকবেন নরেন্দ্র মোদি। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো দেশটি সফরে যাচ্ছেন তিনি। এর আগে সাতবার তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষ করে (২৪-২৫ জুন) মোদি মিশরে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন। মোদির এই সফরে

বাংলাদেশ প্রসঙ্গের চেয়ে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ই বেশি গুরুত্ব পাবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাফকাত মুনির। তিনি বলেন, এটি একটি দ্বিপাক্ষিক সফর। আমি মনে করি না সেখানে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ খুব একটা উঠবে।'' নরেন্দ্র মোদির এই সফর ঘিরে খুব একটা উচ্চাশা দেখাচ্ছেন না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হয়ে নানা ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে যুক্ত থাকা ব্যক্তিরাও। তাদের ধারণা, আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে ভাবনাগুলো নিয়ে মিল আছে সেসব বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। অধ্যাপক মোহাম্মদ এ আরাফাতের ভাষায়, ''নরেন্দ্র মোদি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তাদের দ্বিপাক্ষিক ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। সেখানে তিনি আমাদের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু বলবেন বা করবেন, এমন চিন্তা আমাদের নেই। আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যেমন সম্পর্ক, তেমন সম্পর্ক ভারতেরও আছে। দুদেশের জন্যই সেটি গুরুত্বপূর্ণ।'' ''বাংলাদেশে শেখ হাসিনার রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেমন মনে করি, এই অঞ্চলে জঙ্গিবাদ দমন করতে হবে, তেমনি ভারতও মনে করে। এখানে যুক্তরাষ্ট্র যদি তার অন্য কোনো স্বার্থে বৈশ্বিক রাজনীতি অন্যভাবে পরিচালনা করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আঞ্চলিক রাজনীতির স্বার্থে পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশ-ভারতের এক ধরনের অবস্থান থাকতেই পারে।'' তিন দিকে ভারত, একদিকে মিয়ানমার। দক্ষিণে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। চীন সেখানে নিকটতম প্রতিবেশী। বাংলাদেশ ঘিরে তিন দেশের এমন ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েক শ কোটি মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিনকে দিন বাড়ছে। গুরুত্ব বাড়ার এই সময়ে বাংলাদেশ ঘিরে ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতাও বাড়ছে সমান তালে। বিষয়টির ধারণা পাওয়া যায় দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি বিষয়ক গবেষক ফরেস্ট কুকসন ও টম ফেলিক্স জোয়েনেকের 'China and India's geopolitical tug of war for Bangladesh' শিরোনামের নিবন্ধে। দুই লেখক অস্ট্রেলিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইস্ট এশিয়া ফোরামে এটি প্রকাশ করেন। সেখানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ নিয়ে চীন এবং ভারতের ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ। তাদের মতে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতার পেছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশকে প্রয়োজন। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি হচ্ছে, ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের সাতটি রাজ্য বা সেভেন সিস্টার্সের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের সহায়তা ভারতের দরকার। রাজনৈতিক বিষয়টি হচ্ছে, বাংলাদেশের মধ্যে চীন বা অন্য কোন পরাশক্তির উপস্থিতি ভারতের জন্যও অস্বস্তিকর। অন্যদিকে চীনের সাথে বাংলাদেশের সীমানা না থাকলেও চীনের বাংলাদেশকে প্রয়োজন তার আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার ও অর্থনৈতিক কারণে। ফরেস্ট কুকসন ও টিম ফেলিক্সের গবেষণায় বলা হয়েছে, ভারত এবং চীন বাংলাদেশকে যা দেয় তারচেয়ে অনেক বেশি নিয়ে যায়। অন্যদিকে চীন প্রায়ই বলে থাকে, এই অঞ্চলে তাদের গুরুত্ব কমাতে বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের দাবি, বঙ্গোপসাগরে সামরিক উপস্থিতিও বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার বারবারই বলে আসছে, বাংলাদেশের কোনো ভূখণ্ডেই তাদের আগ্রহ নেই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্ববর্তী যুক্তরাষ্ট্র সফরের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেঃট জো বাইডেনএর আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফর করছেন।

২০১৪ সালে প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রেসিডেন্টএর আমন্ত্রণে এটি তার উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় সফর।

মনে রাখার মতো বিষয় হল, যুক্তরাষ্ট্র সরকার নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছিল ২০০২ সালের পর থেকে যখন তার মুখ্যমন্ত্রীত্বে ভারতের গুজরাটে ভয়ঙ্কর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সংঘটিত হয় ও গণহত্যা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রধানেরা তার সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মত হন ও

সমরেশ কুমার
প্রাবন্ধিক

২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার ভিসা নামঞ্জুর করে যখন একাধিক মানবাধিকার সংগঠন অভিযোগ করে যে সেই দাঙ্গা ও গণহত্যা থামাতে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে তিনি কোনও পদক্ষেপ সেই সময়ে নেননি।

এরপর ২০১৪ সালে, প্রায় এক দশক পর, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রে আসতে চাইলে তাকে স্বাগত জানানো হবে এবং তাকে এ-ওয়ান ভিসা দেওয়া হবে।

প্রথমবার ২০১৪ সালেই অক্টোবর মাসে নরেন্দ্র মোদী চার দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যান।

এই সফরে প্রেসিডেন্ট ওবামা ও প্রধানমন্ত্রী মোদী এক যৌথ বিবৃতিতে জানান যে হোয়াইট হাউসএ দুই রাষ্ট্রপ্রধান বিশদে আলোচনা করেছেন দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে, যার মধ্যে ছিল - প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দাবৃত্তি, উগ্রপন্থা প্রতিরোধ, আফগানিস্তান, মহাকাশ অভিযান ও বিজ্ঞান।

এই সফরে ম্যাডিসন স্কোয়্যার গ্রাউন্ডে ভারতীয়যুক্তরাষ্ট্র গোষ্ঠীর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী এক ভাষণ দেন, যাতে তিনি তুলে ধরেছিলেন ভারতের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কথা।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সফরেই জাতিসংঘের সাধারণ সভায় মিলিতভাবে বিশ্বের উন্নয়নের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন, বলেছিলেন জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল পুনর্গঠনের কাজটি সকলে মিলে ২০১৫র মধ্যে শেষ করা হোক। জোর দিয়েছিলেন পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল রাষ্ট্র সম্পর্ক তৈরিতে ও মিলিতভাবে প্রগতিশীল উন্নয়ন ঘটাতে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সফরে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে জন্মসূত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দারা আজীবনের ভারতীয় ভিসা পাবেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটকেরা ভারতে 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' পাবেন।

এই সফরকে নরেন্দ্র মোদী কাজে লাগিয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগকারী ও অর্থ লগ্নীকারীদের সামনে ভারতকে অর্থলগ্নী ও বিনিয়োগের অন্যতম সম্ভাবনাপূর্ণ ও নিরাপদ দেশ হিসাবে তুলে ধরতে।

প্রেসিডেন্ট ওবামা ও প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র মেমোরিয়াল পরিদর্শন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গ্লোবাল সিটিজেন ফেস্টিভ্যালএ নরেন্দ্র মোদী প্রায় ৬০,০০০ উপস্থিত দর্শকশ্রোতার সামনে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের স্বাভাবিক 'গ্লোবাল পার্টনার' হিসাবে মন্তব্য করেন। এই সফরেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বার্তা দিয়েছিলেন - 'চলে সাথ সাথ' বা 'ফরোওয়ার্ড টুগেদার উই গো'।

২০১৫ সালে দ্বিতীয়বার চার দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সফর মূলত ছিল বিবিধ বাণিজ্যিক বিষয় প্রধান।

অর্থলগ্নিকারী ক্ষেত্রের শীর্ষ স্থানীয় সিইওদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করেন ভারতের উন্নয়নের আখ্যান পেশ করতে

গণমাধ্যম, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক এ গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন

জাতিসংঘের সামিটএ ২০১৫ পরবর্তী ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন বিষয়ক অ্যাজেন্ডা কেন্দ্র করে বক্তব্য পেশ করেন

নিউ ইয়র্কএ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন

নিউ ইয়র্কএ জিফোর সামিটএ অংশগ্রহণ করেন

ডিজিটাল ইন্ডিয়া নৈশভোজের আয়োজন করেন যাতে উপস্থিত ছিলেন সুন্দর পিচাই, সত্য নাদেলা, জন চেম্বার্স

টেসলা মোটরর্সএর হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন

ফেসবুক হেড কোয়ার্টারএ মার্ক জুকেরবার্গএর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন

গুগল ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন

পুনর্নবীকরণযোগ্য রাউন্ডটেবিলএ অংশ নেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

শান্তি প্রক্রিয়া বিষয়ক সামিটএ বক্তব্য রাখেন।

২০১৬ সালে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনই নরেন্দ্র মোদী মোট দু'বার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। প্রথমবার দু'দিনের সফরে যান ও তারপর প্রেসিডেন্টএর আমন্ত্রণে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য তিনি সফর করেন। সেই সময়ে তার প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেয়াদ প্রায় শেষের মুখে। রাজনৈতিক মহলে এই সফরের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

মনে করা হয়েছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্টএর সঙ্গে সাক্ষাৎএর পাশাপশি যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী যে সরকার গঠন হবে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে, তার প্রতিও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর এক ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।

সেই সময়ে এই সফরের আরও একটি গুরুত্ব ছিল - উগ্রপন্থা প্রতিরোধ সম্পর্কিত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চলেছিল ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হচ্ছিল যাতে বলা হচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জাহাজ প্রয়োজনে ভারতের বন্দরে নোঙর করতে পারবে।

এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে শক্তি, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয়দের ভালোভাবে থাকা বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

এই সফরে তিনি ওয়াশিংটনএ নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি সামিটএ অংশ নেন।

২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী তিন দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি অ্যাপেল, গুগল, মাইক্রোসফট সহ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সংস্থার সিইওদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করেন ও তাঁরা ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ দেখান।

দুই দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁরা পাকিস্তানকে বার্তা দেন যেন সেই দেশ তার ভূখন্ডকে অন্য দেশের উপর উগ্রপন্থী আক্রমণ হানার জন্য ব্যবহার না করে।

দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্বব্যাপী উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে একজোটে লড়ার বার্তা দেন।

যুক্তরাষ্ট্র ২২টি গার্ডিয়ান ড্রোন ভারতকে বিক্রি করে, যার আর্থিক মূল্য ছিল ২-৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্থির হয় ২০১৮ সাল থেকে লিক্যুইফায়েড ন্যাচরাল গ্যাস বা এলএনজি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে পাঠানো হবে।

২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কামলা হ্যারিসএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি এই সফরে ওয়াশিংটন ডিসিতে কোয়্যাড লিডার সামিটএ যোগ দেন

নিউ ইয়র্কএ জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। আফগানিস্তানের পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি উগ্রপন্থা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোভিড পরবর্তী বিশ্বে বাণিজ্যের বিবিধ পন্থা উদ্ভাবনের উপর জোর দেন তিনি।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভারতকে 'মেজর ডিফেন্স পার্টনার' (প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম সহযোগী) বলে উল্লেখ করেন।

দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনার বড় অংশ জুড়ে ছিল কোভিড টিকার বিষয়টি যা শেষ পর্যন্ত সদর্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

সাময়িকী

আজ থেকে শুরু অম্বুবাচী ঋতুমতী হবেন ধরিত্রী মাতা

সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অম্বুবাচীর একটি আলাদাই মাহাত্ম্য রয়েছে। এই বাৎসরিক উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শাস্ত্রের নানা কাহিনি। অম্বুবাচী, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অমাবতী বলেও পরিচিত। ভারতের একাধিক স্থানে অম্বুবাচী উৎসব রজঃউৎসব নামেও পালিত হয়। বাংলা প্রবাদে রয়েছে 'কিসের বার কিসের তিথি, আষাঢ়ের সাত তারিখ অম্বুবাচী।' আর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সূর্য যে বারের যে সময়ে মিথুন রাশিতে গমন করেন, তার ওপর পরবর্তী সেই বারের সেই কালে অম্বুবাচী হয়। অর্থাৎ, পৃথিবী এই সময়ে ঋতুমতী হন। প্রতি বছর সূর্যদেব আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে অবস্থানকালে অর্থাৎ রাশিচক্রের মিথুন রাশির ৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত সময়কালে ধরিত্রী মাতা ঋতুমতী হন। এই সময়কালকেই বলা হয় অম্বুবাচী।

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
কলামিস্ট

অম্বুবাচী র পুরাকথা ঃহিন্দু শাস্ত্রে ও বেদে পৃথিবীকে মা বলা হয়ে থাকে। এমনকী পৌরাণিক যুগেও পৃথিবীকে ধরিত্রী মাতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মনে করা হয়, আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রের চতুর্থ পদে ঋতুমতী হন ধরিত্রী। পূর্ণ বয়স্কা ঋতুমতী নারীরাই কেবল সন্তান ধারণে সক্ষম হোন। তাই অম্বুবাচীর পর ধরিত্রীও শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠেন। আষাঢ় মাসের এই সময়ে ঘন বর্ষা থাকে,বর্ষার জলধারা পৃথিবীর ওপরে বর্ষিত হয়।ধরিত্রী মা উর্বর হয়ে ওঠেন। আর এই কৃষিকেন্দ্রিক আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় আপামর জনমানস তাই এই সময়ের বিশেষ এই পর্বটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করে থাকেন।

অম্বুবাচী র দিনক্ষন ঃ অম্বুবাচী শুরুর পর তিন দিন চলে এই উৎসব। চলতি বছরে অম্বুবাচী প্রবৃত্তিঃ অর্থাৎ শুরু হবে ২২ জুন অর্থাৎ ৬ আষাঢ় রাত ঘ ২.৩২ গতে এবং ২৬ জুন অর্থাৎ ১০ আষাঢ় দিবা ঘ ২.৫৬ গতে এর নিবৃত্তিঃ অর্থাৎ সমাপ্তি হবে।

অম্বুবাচী র রীতিনীতি ঃ অম্বুবাচীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু আচার অনুষ্ঠান। এই তিনদিন সন্ন্যাসী এবং বিধবারা বিশেষ ভাবে পালন করেন। কোনও শুভ কাজও এই কয়েকদিন নিষিদ্ধ থাকে যেমন হাল -ধরা, গৃহপ্রবেশ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি। মঠমন্দিরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে,সমস্ত দেবী দেবীর মূর্তি বস্ত্র দিয়ে ঢাকা থাকে।শুধু তাই নয় অম্বুবাচী চলাকালীন কৃষিকাজ বন্ধ রাখা হয়। তিনদিন পর অম্বুবাচী ফের কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও চাষাবাদ শুরু হয়। ৭ থেকে ১১ আষাঢ় চার দিন গ্রামবাংলার মহিলারা এই অনুষ্ঠান পালন করেন।

অম্বুবাচী ও কামাখ্যা মন্দির ঃ দেবী শক্তির ৫১ সতীপিঠের অন্যতম অসমের কামাখ্যা মন্দির।মন্দিরটি গুয়াহাটি শহরের পশ্চিমাংশে নীলাচল পর্বতে অবস্থিত। কথিত আছে, এখানে সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে যোনি ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।এই পবিত্র মন্দিরে সতীর গর্ভ এবং যোনি পড়ায় দেবী কামাখ্যাকে উর্বরতার দেবী বা রক্তক্ষরণকারী দেবী বলা হয়।। গর্ভগৃহটি ছোটো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরু খাড়াই সিঁড়ি পেরিয়ে এখানে পৌঁছাতে হয়। ভিতরে ঢালু পাথরের একটি খণ্ড আছে যেটি যোনি আকৃতিবিশিষ্ট। এটিতে প্রায় দশ ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত দেখা যায়। একটি ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল বেরিয়ে এই গর্তটি সবসময় ভর্তি রাখে। এই শিলাখণ্ডটি দেবী কামাখ্যা নামে পূজিত এবং দেবীর পীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ।তন্ত্র সাধনার অন্যতম পীঠ এই মন্দির। কামাখ্যা মন্দির চত্বরের অন্যান্য মন্দিরগুলোতেই একই রকম যোনিআকৃতিবিশিষ্ট পাথর দেখা যায়, যা ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল দ্বারা পূর্ণ থাকে।

প্রতি বছর অম্বুবাচীর তিন দিন কামাখ্যা মন্দিরে বিশেষ উৎসব এবং মহামেলার আয়োজন হয়, যা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত । দেশ বিদেশ থেকে ভক্তেরা ভিড় জমান মন্দিরে। মন্দির বন্ধ থাকে। সেই তিনদিন কোনও মাঙ্গলিক কাজ করা যায় না। অম্বুবাচীর তিন দিন কামরুপ কামাখ্যায় বিশেষ পূজা হয়। কামরুপ কামাখ্যা মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে লাল রং এর তরল (ভক্ত রা বলে মা এর রজস্রাবের রক্ত) বের হয়।দেবী দর্শন নিষিদ্ধ থাকে। চতুর্থ দিন দেবীর স্নান এবং পূজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর মন্দিরে দেবী মূর্তি দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়।

অম্বুবাচী ব্রতের পদ্ধতি ঃ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋতুকালে মেয়েরা অশুচি থাকেন। একই ভাবে মনে করা হয় পৃথিবীও সময়কালে অশুচি থাকেন। সেজন্যেই এই তিন দিন ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী,যোগীপুরুষ এবং বিধবা মহিলারা 'অশুচি' পৃথিবীর উপর আগুনের রান্না করে কিছু খান না। বিভিন্ন ফলমূল খেয়ে এই তিন দিন কাটাতে হয়। এখনও বিভিন্ন পরিবারের বয়স্ক বিধবা মহিলারা তিন দিন ধরে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে ব্রত পালন করেন। অম্বুবাচীর আগের দিন রান্না করা খাবার তারা তিন দিন ধরে খান। ঐ তিন দিন তারা কোন গরম খাবার খান না। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পিঠাপায়েস বানাবার রীতি আছে। তিনদিন পরে জামাকাপড় পরিষ্কার করে তবেই পুনরায় ব্যবহার করেন, নিজেরা সাবান শ্যাম্পুতে স্নান করে সবকিছুতে হাত দেন। শুধু কামাখ্যা নয়, অম্বুবাচী চলাকালীন বিভিন্ন মন্দির ও বাড়ির ঠাকুর ঘরের মাতৃ শক্তির প্রতিমা বা ছবি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই দিন গুলিতে ঠাকুরের নিত্য সেবা বিরত থাকে।

অম্বুবাচীতে যা করবেন ঃ

১. এ সময় দেবী মূর্তি বা পট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।
২. অম্বুবাচী শেষ হওয়ার পর দেবীর আসন পাল্টে, স্নান করিয়ে পুজো দেওয়া উচিত।
৩. এ সময় গুরুপুজো করা উচিত বলে মনে করা হয়।
৪. অম্বুবাচীতে তুলসীর গাছের গোড়া মাটি দিয়ে উঁচু করে রাখুন।

অম্বুবাচীতে যা ভুলেও করবেন না ঃ

১. বৃক্ষ রোপণ, কৃষি কাজে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার শুভ কাজ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।
২. মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়াই পুজো করুন। ধূপপ্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করতে হয়।

জানা অজানা

রামকৃষ্ণদেব এ যুগের বিস্ময়

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উনবিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময় ,কেউ তাকে কালিমন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ মনে করেন,কেউ একজন পাগল ঠাকুর মনে করেন,কেউ একজন উঁচু ধরনের সাধু মনে করেন,কেউ একজন মা কালীর সাধক মনে করেন,কেউ একজন সিদ্ধ পুরুষ মনে করেন,কেউ একজন মহাপুরুষ মনে করেন,কেউ একজন অবতার বলে মনে করেন,কেউ আবার তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে মনে করেন,যে যেভাবে তাকে দেখেছে ও বুঝেছে সে সেইভাবে তাঁকে বর্ননা করেছেন।তিনি আবার হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান, ক্রিস্টানের কাছে ক্রিস্টান,বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব,শাক্তের কাছে শাক্ত, শৈবের কাছে শৈব,বেদান্ত বাদীদের কাছে বৈদান্তিক আদি ।ঠাকুরের কাছে সকল ধর্মের মানুষ আসতেন আর সবাই মনে করতেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমাদের দলের লোক।ঠাকুর কারো ভাব নষ্ট করতেন না,সকল ধর্ম কে মানতেন,সকল ধর্মের মানুষ কে ভালোবাসতেন,কাউকে ঘৃণা করতেন না।ঠাকুর কোনো মতবাদের জন্ম দেন নি,কোনো ইজমের জন্ম দেন নি,গুরু গিরি করেন নি,কোনো লোকদেখানি ভণ্ডামি করেন নি,কোনো মিরাকল দেখান নি,তিনি নাস্তিক কে আস্তিক করেছেন,পাপী তাপিকে উদ্ধার করেছেন,অভক্ত কে ভক্ত করেছেন,তিনি মানুষ কে বিশ্বাস,ভালোবাসা ও আশা দিয়েছেন,ভগবান কে আপন জন বলে তাঁকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।তাই ঠাকুর কে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে,ভগবান বলে পুজো করতে ইচ্ছে করে। সত্যি রামকৃষ্ণ দেব এ যুগের বিশ্বয়।

পাঠকের চিঠি

পরনিন্দা ও পরচর্চা যত কম করবো তত মন সুন্দর ও পরিষ্কার থাকবে

আমরা সবসময় নিজের দিকে তাকাই না,অপরকে কে নিয়েই ব্যস্ত থাকি।অর্থাৎ নিজের দোষ দেখি না অপরের দোষ দেখেই আনন্দ উপভোগ করি।অপরের দোষ দেখতে গিয়ে,অপরের নিন্দা ও বদনাম করতে গিয়ে শত্রু তৈরি করি,মন মলিন করি ও মন কে অশান্ত করি।আমরা যদি কারো পিছনে লাগি তাহলে সেও তো আমাদের পিছনে লাগবে এটাই সাধারণ নিয়ম।আমরা যদি দিনরাত কারো নিন্দা করি,অপপ্রচার করি,বদনাম করি তাহলে সে তো আমাদের আরতি দেখাবে না ও আমাদের পূজা করবে না।সেও আমাদের বদনাম করবে ও নিন্দা করবে।আমরা সাধারণত আমাদের স্বার্থে ব্যাঘাত হলেই মানুষের নিন্দা ও বদনাম করতে শুরু করে দি।কাল যে লোকটার তিনরাত নাম করছিলাম,যাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিলাম,যাঁকে গুরু মানছিলাম আজ হঠাৎ তিনি খারাপ হয়ে গেলেন আমার স্বার্থ পূর্ণ না হওয়ার জন্য।আগে যার সামনে হাত তালি দিতাম আজ তাকে গালি দিতে শুরু করলাম।এটাই মানুষের চরিত্র।আমরা অনেক তাড়াতাড়ি ভুল বুঝতে শুরু করি,স্থিতি ও পরিস্থিতি দেখি না,মানুষের দুঃখ,কষ্ট,ব্যথা বেদনা বুঝতে চেষ্টা করি না।কারো সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কিছু একটা বলে দিলেই হলো।এইভাবে আমরা মন কে দূষিত ও কলুষিত করছি, অশান্তি ভোগ করছি ও মধুর সম্বন্ধ গুলোকে খারাপ করছি। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,,পরনিন্দা ও পরচর্চা করলে আত্ম চর্চা ও ঈশ্বর চর্চা দুই ভুল হয়। সারদা মা বলেছেন,,ভুল তো মানুষ করবেই ও দেখতে নেই।ভুল দেখতে থাকলে সবসময় ভুল ই দেখবে,ভালো জিনিষ আর চোখে পড়বে না।ধীরে ধীরে মন টা দূষিত হয়ে যাবে।জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে কারো দোষ দেখো না,দোষ দেখবে নিজের,এ জগতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।
তাই ভালোবাসা দাও তাহলে ভালোবাসা পাবে,
ঘৃণা করলে সব হারাবে।
বদনাম করলে সম্মান হারাবে,কাজ করলে সম্মান পাবে।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বদরুদ্দিন আজমলকে বারংবার ধুবড়ি থেকে সাংসদ বানিয়ে লাভ নেই বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দুদিনের সফর সুচি নিয়ে জেলায় উপস্থিত হয়ে গঙ্গাধর নদীর উপরে নির্মিত নতুন সেতুর উদ্বোধন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার সরাসরি বদরুদ্দিন আজমল এর উপর হামলা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। তিনি বলেছেন আজমলকে বারংবার ধুবড়ি থেকে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করে লাভ নেই। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেহেতু দায়িত্বে থাকবেন ফলে ধুবডিতে কেন্দ্র থেকে আজমল যদি সাংসদ হয়ে থাকেন তাহলে রেলগাড়ি ১০ স্পিডেও চলবে না। কিন্তু দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি, দিশপুরে বিজেপি এবং ধুপড়িতে বিজেপির সাংসদ দায়িত্বে থাকেন তাহলে এই এলাকার উন্নয়নের রেলগাড়ি ডাবল স্পিডে দৌড়াবে। রাজধানী এক্সপ্রেসও বন্ধে ভারতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

দুদিনের সফর সুচি নিয়ে ধুবডিতে উপস্থিত হয়ে বিজেপির মহাজন সম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসেবে আযোজিত জনসভায় যোগদান করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পিছিয়ে পড়া ধুবড়ি জেলার উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকে একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করতে হবে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান বলে কোন কথা নেই। প্রত্যেকের উচিত প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমর্থন করা। এই সংক্রান্তে বদরুদ্দিন আজমলকে বারংবার এই অঞ্চল থেকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত না করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ফলে এবার ধুবড়ির প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপি প্রার্থীকে এই অঞ্চল থেকে জয়লাভ করাতে হবে। এক্ষেত্রে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি প্রত্যেককে বাড়ি দিয়েছেন সেক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান বাছাই করা হয়নি। অসম সরকার যখন অরুনোদয় প্রকল্প কিংবা রেশন কার্ড প্রকল্প রাজ্যবাসীর জন্য ঘোষণা করে তখন হিন্দু মুসলমান আলাদাভাবে বিচার করে না। যে যোগ্য তাকেই সেই সুবিধা দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি হিন্দু হতে পারেন অথবা মুসলমান। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে উপকৃত হওয়া দরিদ্র একাংশ মুসলমানদের সাধারণত বিজেপির প্রতি সমর্থন দেখা গেলেও আজমল ধরনের কয়েকজন মোল্লা সেই ব্যক্তিদের ব্রেন ওয়াশ করে দেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বললেন ধুবড়ি জেলা, গোয়ালপাড়া জেলা, সাউথ সালমারা জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য এখনো বহু সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য করতে হবে। সরকার সেটা করবে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও রাজ্যের দেশি মুসলমানদের কোনো সরকার মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু সর্বপ্রথম বার বিজেপি সরকার রাজ্যের দেশি মুসলমানদের সম্মান দিয়েছে, সামাজিক স্থিতি দিয়েছে। এটা ভুলে গেলে চলবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরোধ থাকলো যাতে উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য প্রত্যেকে একসঙ্গে মিলে বিজেপি সরকারকে পুনরায় নির্বাচিত করেন। বিশেষ করে দরিদ্র ব্যক্তিরা যাতে বিজেপিকে সমর্থন করেন। ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি সাংসদ নির্বাচিত হলে তিনি স্বয়ং দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন যেহেতু ধুবড়ির সাধারণ মানুষ আপনাকে সাংসদ দিয়েছেন ফলে সেই অঞ্চলের জন্য ডাবল ট্রিপল অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। যাতে সেই অর্থ দিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব হয়। ফলে মনে একবার শপথ নিয়ে নিলে যেকোনো কাজ করা যাবে। এই দুনিয়াতে অসম্ভব কিছু না। ফলে এবার স্বপন নিতে হবে যে ধুবড়ি থেকে এবার বিজেপির একজন সাংসদ নরেন্দ্র মোদিকে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উল্লেখ্য দুই দিনের সফলসূচি নিয়ে মঙ্গলবার ধুবড়ি জেলায় উপস্থিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রথম দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী তিনি এদিন জেলাটির গঙ্গাধর নদীর উপরে নির্মিত নতুন সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। এই সেতু ফলে সীমান্তবর্তী নালিয়া, বিনাচরা, লক্ষীমারি সোনহাট ইত্যাদি এলাকার প্রায় ২০০০০ ব্যক্তির যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান ৬৮২.৫৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু আরআইডিএফ এর অধীনে ৭৩.৯২ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতুর ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দূরত্ব হ্রাস পাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। আগামীকাল ধুবড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে আযোজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

খেলাপিদের জন্য আরও সুবিধা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ঋণ খেলাপিদের আরও সুবিধা দেয়া হলো। এবার তারা কিস্তির অর্ধেক শোধ করতে পারলেই তাদের আর ঋণখেলাপি বলা হবে না। এর আগেও তাদের নানা ধরনের সুবিধা দেয়া হলেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ না কমে, বরং বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) কিস্তির ৫০ শতাংশ ঋণ পরিশোধ কলেই তাদের আর ঋণখেলাপি হিসেবে বিবেচনা করা হবেনা। এর ফলে যারা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে ছিলেন তারা কিস্তির ৫০ ভাগ দিয়ে নিয়মিত গ্রাহক থাকতে পারছেন। তবে এই সুবিধা দেয়া হচ্ছে মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে। আর ব্যাংক খাতের ১৫ লাখ কোটি টাকার মধ্যে অর্ধেকই মেয়াদি ঋণ। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ব্যসায়ীদের ছাড় দেয়ার জন্য এই নিয়ম করা হয়েছে। এর আগেও ঋণখেলাপিদের অনেক সুবিধা দেয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে কোনো ঋণ পরিশোধ না করেও খেলাপি ঘোষণা থেকে মুক্ত ছিলেন গ্রাহকেরা। ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রেও সুবিধা দেয়া হয় । ঋণের ২.৫ থেকে চার শতাংশ ব্যাংকে জমা দিয়ে নিয়মিত করার সুযোগ দেয়া হয়। আগে এই হার ছিলো ১০ শতাংশ। কিন্তু তারপরও খেলাপি ঋণ কমছে না, উল্টো বাড়ছে। গত মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণের যে হিসাব তৈরি করেছে তাতে চলতি বছরের মার্চ শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ ৩১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। আগের বছর ২০২২ সালের একই সময়ের চেয়ে তা ১৬ শতাংশ

বা ১৮ হাজার ১৮০ কোটি টাকা বেশি। আর সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরের চেয়ে জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিক শেষে তিন মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ৯ শতাংশ বা ১০ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা। গত ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল এক লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা। এই খেলাপি ঋণের সঙ্গে অবলোপন করা ঋণ যুক্ত করা হয়নি। জানুয়ারি শেষে এর পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাংক খাতে খেলাপি হয়ে যাওয়া আদায় অযোগ্য ঋণকে তিন বছর পর অবলোপন (রাইট) করতে পারে ব্যাংক, যা খেলাপির তালিকায় না রেখে পৃথক হিসাব রাখা হয়। পুনঃতফসিল করা ঋণের হিসাবও খেলাপি ঋণের তালিকায় থাকে না। আর আদালতে রিট করেও অনেকে খেলাপি হওয়া আটকে রেখেছেন। ব্যাংক চাইলেই নানা কৌশলে খেলাপি ঋণ কমিয়ে দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে। আইএমএফের হিসাবে বাংলাদেশে প্রকৃত খেলাপি ঋনের পরিমাণ তিন লাখ কোটি টাকা। তাই খেলাপি ঋণের বাংলাদেশ ব্যাংকের এই তথ্য প্রকৃত চিত্র নয়। অনেক ব্যাংক ঋণ আদায় করতে না পেরে তারল্য সংকটে ভুগছে। সিরডাপের পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এইসব উদ্যোগ বা সুবিধা কোনো কাজে আসে না। খেলাপি ঋণ আরো বাড়ে। খেলাাপি ঋণ আদায়ের জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দেয়া একটা বাংলাদেশে কালচারে পরিণত হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেয়া যায় না। ফলে যাদের ক্ষমতা আছে তারা এভাবেই ব্যাংকের টাকা নিয়ে যায়। তার কথা,এখানে একটি অংশ আছে যারা প্রকৃতই খেলাপি। যারা ঋণ নিয়েছেন ব্যবসা করতে, সফল হননি। কিন্তু একটি গ্রুপ আছে যারা ইচ্ছাকৃত খেলাপি। তারা একটি পরিকল্পনা করেই ব্যাংকের টাকা নেয়। তাদের উদ্দেশ্যই থাকে ব্যাংক থেকে টাকা নেয়া এবং ফেরত না দেয়া। এদের কেউ আছে এই টাকা নেয়ার জন্য তথাকথিত কিছু অবকাঠামো তৈরি করে। আরেক গ্রুপ আছে তারা ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নেয়। ওইসব প্রতিষ্ঠানের আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে প্রশ্ন তারা কীভাবে ঋণ নেয়? এর সঙ্গে ব্যাংকের পরিচালক থেকে শুরু করে অন্য কর্মকর্তারাও যুক্ত থাকেন। যদি ধরেও নিই যে ব্যাংক ঠিক মতো যাচাই করতে পারেনি। তাহলে তাদের এই প্রতারণা যখন ধরা পড়ে তখন কেন ব্যবস্থা নেয়া হয় না? তাদের রাজনৈতিক বা অন্য কোনো ক্ষমতার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না। নেয়া হলে তো এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। যমুনা ব্যংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক(এমডি) মো. নুরুল আমিন গত মাসে ঋণ খেলাপির পরিমান বাড়ার পর ডয়চে ভেলেকে ববলেন, উচ্চ আদালতে রিটের মাধ্যমেও অনেক খেলাপি ঋণ হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। রিসিডিউল করা ঋণ হিসাবে রাখা হয়না। আরো অনেক কৌশল আছে খেলাপি ঋণ কম দেখানের। তাই বাস্তবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি। এর বড় একটি অংশ আর কখনোই ফেরত পাওয়া যাবে না। তার মতে,এখানে ইচ্ছাকৃত খেলাপিই বেশি। আর মোট খেলাপি ঋণের ৮০ শতাংশেরও বেশির জন্য অল্প কিছু প্রভাবশালী লোক দায়ী। এরা স্বেচ্ছায় খেলাপি। আসলে বছরের পর বছর এদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় বাংলাদেশে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দেয়ার ব্যবসার একটি ঋণ খেলাপি মডেল দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এইসব উদ্যোগ বা সুবিধা খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য নয়, বড় বড় ঋণখেলাপিদের আড়াল করার জন্য। এখনকার অর্থমন্ত্রী যতদিন থাকবেন, সালমান এফ রহমান যতদিন প্রধানমন্ত্রীর বেবসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা থাকবেন ততদিন এভাবেই আড়াল করার চেষ্টা চলতে থাকবে। আমরা এই সময়ে কোনো খেলাপি ঋণ আদায় হতে দেখিনি। বেক্সিমকো তো বড় ঋণ খেলাপি ছিলো। এখন আড়াল করে ফেলা হয়েছে। তার কথা, বাংলাদেশের এই যে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণের ৮৫ ভাগই বড় বড় ঋণখেলাপিদের, রাঘব বোয়ালদের। আর বাকি ১৫ শতাংশ কয়েক হাজার ছোট ঋণখেলাপির। এই ১৫ শতাংশ বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা রাঘব বোয়ালরা। রাঘব বোয়ালদের বিরুদ্ধে তো কখনোই কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ২০১৯ সালে শীর্ষ ৩০০ খেলাপির তালিকা সংসদে প্রকাশ করা হয়। সংসদে তখনকার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জানিয়েছিলেন, তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫১ হাজার কোটি টাকা। গত জানুয়ারিতে শীর্ষ ২০ খেলাপির তালিকা সংসদে প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল। তবে ওই পর্যন্তই। বাস্তবে তাদের ব্যাপারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

পুনর্গঠনের খসড়ায় চেনা জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হাদিস পাওয়া না যাওয়ার ফলে দুঃখ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, টুইট করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত

সমগ্র জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, দাবি এই খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে প্রকাশ পেয়েছে বহু প্রতীক্ষিত রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠনের খসড়া। তবে পুনর্গঠনে খসড়া এরই মধ্যে প্রকাশ পাবে বলে অনুমান করছিল একাংশ রাজনৈতিক দল। কিন্তু এই খসড়া যে এদিন প্রকাশ পাবে সেটা আগের থেকে অনুমান করা যায়নি। তবে পুনর্গঠনের খসড়ায় চেনা জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হাদিস পাওয়া না যাওয়ার ফলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এক্ষেত্রে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে টুইট করেছেন। তাছাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন সমগ্র জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, দাবি এই খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ দাবি অনুসারে উজান অসম এবং স্বশাসিত পরিষদের জেলায় বিধানসভা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়ে দুই দিনের ধুবড়ি সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি ধুবড়িতে থাকাকালীনই অবশেষে পুনর্গঠনের খসড়া প্রকাশ করেছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে খসড়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়া টুইটের মাধ্যমে জানিয়েছেন। টুইটের শুরুতে জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী, সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দ গুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন ভারতে নির্বাচন কমিশন জারি করা পুনর্গঠনের খসড়া অনুযায়ী জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কথা নেই, কারণ জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে এই জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে এই খবরে তিনি মর্মাহত। তবে এই খসড়া অসমের সেন্টিমেন্টকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

ধুবড়িতে আযোজিত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একের পর এক বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচির মধ্যেই পুনর্গঠনের খসড়া প্রকাশ পাওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পুনর্গঠনে খসড়া সংক্রান্তে যে নির্দেশনা জারি হয়েছে সেটা তৎকালীনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। যেটা দেখেছেন তা হলো সাধারণ মানুষের মনে আশঙ্কা ছিল যে উজান অসমে আসনের সংখ্যা কমে যাবে। তবে বাস্তবে এর উল্টো হয়েছে। পুনর্গঠনের খসড়ায় উজান অসমের আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিটিএডি এবং কার্বি আংলং জেলায়ও আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের মোট বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা আগের মতো ১২৬ টি রয়েছে। তিনি বলেন এই ১২৬ টি আসনের মধ্যে পুনর্গঠনের খসড়া সংক্রান্তে সমগ্র জাতির যেটা আশঙ্কা ছিল অথবা দাবি ছিল সেটার অধিকাংশ খসড়ায় প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। তবে তিনি নিজের মোবাইলে অল্প অথবা আংশিকভাবে এই খসড়া দেখতে পেয়েছেন। সম্পূর্ণ দেখার সুযোগ মেলেনি। ফলে আগামীকাল এই তালিকা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করে এর আসল প্রতিক্রিয়া তিনি জানাবেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন পুনর্গঠনের খসড়া অল্পস্বল্প যেটা দেখেছেন সেই অনুযায়ী উজান অসমের আসনের সংখ্যা না কমে উল্টো বৃদ্ধি পাওয়াটি এক ইতিবাচক দিক। উজান অসমের ধেমাজির একটি আসন ওপেন হওয়ার জন্য এবং লক্ষীমপুরের একটি আসন বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি রাজ্যের জাতীয় জীবনের এক শুভ লক্ষণ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত এরই মধ্যে দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন ১৫ আগস্ট এর মধ্যে যদি পুনর্গঠনে খসর প্রকাশ না হয় তাহলে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন বর্তমানের বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্র অনুযায়ী প্রস্তুত করা ভোটার তালিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে নিজের যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি বলেছিলেন খসড়া প্রকাশের পর এক্ষেত্রে দাবি এবং আপত্তির জন্য বেশ কিছুদিনের সময়সীমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। ফলে ১৫ আগস্ট এর পর দিয়ে খসড়া প্রকাশ পায় তাহলে দাবি এবং আপত্তির জন্য সেই নির্ধারিত সময়সীমা কম পড়ে যাবে। তাছাড়া পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ভোটার তালিকা নতুন করে প্রকাশ করা ছাড়াও বিভিন্ন কাজ থাকবে বলে উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুরী থেকে রথযাত্রার কিছু খন্ডচিত্র - সৌজন্যে নির্মাল্য গাঙ্গুলী

ব্রাজিলের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে যা বলেছেন সাদিও মানে

ব্রাজিল (ওয়েবডেস্ক) ঃ সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিপক্ষে স্মরণীয় এক জয় পেয়েছে সেনেগাল। পর্তুগালের লিসবনে ৪-২ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন সেনেগালের তারকা খেলোয়াড় সাদিও মানে। ৫৫ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন এই বায়ার্ন মিউনিখ তারকা। এরপর যোগ করা সময়ে ব্রাজিলের দুর্দশা বাড়িয়ে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেছেন মানে। ব্রাজিলের বিপক্ষে দারুণ এই জয়ে আনন্দিত মানে বলেছেন ব্রাজিলের প্রতি নিজের ভালোবাসার কথাও। এ সময় ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিয়েও নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন সাবেক এই লিভারপুল তারকা।

ব্রাজিলের ৪-২ গোলে হার

ভিনির বিরুদ্ধে হওয়া বর্ণবাদী আচরণে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে গতকাল রাতের প্রীতি ম্যাচটি খেলেছে ব্রাজিল সেনেগাল। এর আগে একই উদ্দেশ্যে গিনির বিপক্ষেও খেলেছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বার্সেলোনায় আয়োজিত সেই ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছিলেন ভিনিসিয়ুস রদ্রিগোরা। তবে সেই জয়ের ধারা গতকাল রাতে তাঁরা আর ধরে রাখতে পারেনি। এই ম্যাচ শেষে সেনেগালের জয়ের নায়ক মানেকে দেখা গেছে ব্রাজিলের জার্সিতে। ম্যাচ শেষে জার্সি বদলানো নতুন ঘটনা নয়, তবে মানের গায়ে যে জার্সিটি ছিল, সেটি ব্রাজিলের বর্তমান কোনো তারকার ছিল না। জার্সির পেছনে লেখা ছিল সেলেসাওদের সাবেক গোলরক্ষক তাফারেলের নাম।

বিশেষ এই জার্সিটি তাফারেলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন জানিয়ে মানে বলেছেন, 'তিনি (তাফারেল) আমার দারুণ বন্ধু। তিনি আমার সঙ্গে লিভারপুলে কাজ করেছেন। আমি তাঁকে ভালোবাসি। যখন আমি তাঁকে দেখেছি, জার্সি বদল করার কথা বলেছি।'

এ সময় ব্রাজিল দল নিয়ে নিজের ভালোবাসার কথাও জানান মানে। নিজের ব্রাজিলপ্রেম মানে তুলে ধরেছেন এভাবে, 'আমি ব্রাজিলের ভক্ত। আমি ব্রাজিলিয়ানদের ভালোবাসি। ব্রাজিল খুব ভালো দল। হয়তো আজ তারা আরও ভালো খেলতে পারত। আমরা জানি, তাদের দারুণ সব মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে। আজকের দিনটা হয়তো তাদের জন্য ভালো ছিল না। ব্রাজিলের জন্য এবং তাদের খেলোয়াড়দের জন্য আমার এখনো অনেক শ্রদ্ধা আছে।'

রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি

ব্রাজিলের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও তাদের হারানোর তৃপ্তিও আছে মানের। তিনি আরও যোগ করে বলেছেন, 'এ ধরনের ম্যাচের প্রতি আলাদা সম্মান কাজ করে। অবশ্যই ব্রাজিল বিশ্বের সেরা দল। কিন্তু আজ আমরা ভালো খেলেছি, সুযোগ তৈরি করেছি এবং চার গোল করেছি। সম্ভবত এই জয়টা আমার প্রাপ্য ছিল।'

এই মুহূর্তে ব্রাজিলের সবচেয়ে আলোচিত তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সাম্প্রতিক সময়ের সেরা তারকাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে। মানের চোখেও ভিনি এ সময়ের সেরা তারকাদের একজন। ভিনিকে নিয়ে মানের মত, 'গত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি ভিনি কীভাবে উন্নতি করেছে। আমি তাকে সম্মান করি। আমার কাছে সে বিশ্বের সেরা তিন খেলোয়াড়ের একজন।'

জেল থেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যা বললেন আলভেজ

ব্রাজিলঃ গত জানুয়ারিতে ধর্ষণের অভিযোগে স্পেনে গ্রেপ্তার হন দানি আলভেজ। এর পর থেকে জেলেই আছেন ব্রাজিলিয়ান এই ফুটবলার। এর মাঝে ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি বাতিল এবং স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদসহ অনেক কিছু ঘটেছে আলভেজের জীবনে। কিন্তু নিজের অবস্থান নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাননি।

অবশেষে আটকের পাঁচ মাস পর ধর্ষণের ঘটনাসহ নানা বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন আলভেজ। স্প্যানিশ সাংবাদিক মায়কা নাভারোকে জেলে বসে এই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আলভেজ। যেখানে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযোগকারী সেই নারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন। পাশাপাশি পুরো ঘটনা নিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

আলভেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ৩০ ডিসেম্বর বার্সেলোনার একটি নৈশক্লাবে তিনি এক নারীকে ধর্ষণ করেছেন। এরপর এ ঘটনায় ২০ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করে বার্সেলোনা পুলিশ। বর্তমানে ধর্ষণের অভিযোগে আলভেজের বিচারকাজ চলছে। জেল থেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে আলভেজ বলেছেন, 'আমি স্বেচ্ছায় কাউকে আঘাত করিনি, সেই রাতেও করিনি। আমি জানি না সে সজ্ঞানে আছে কি না, রাতে তার ভালো ঘুম হয় কি না। কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

শুরু থেকেই অবশ্য নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে একাধিক বক্তব্য দিয়েছে আলভেজ। এবার ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে আলভেজ বলেছেন, 'আমি তার সচেতন ও সজ্ঞানে ফেরার প্রত্যাশা করছি। তবে এমন কোনো রাত নেই যে রাতে আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। একটা রাতও না। আমি খুব ভালোভাবেই সজ্ঞানে আছি।'

আনা রোজা প্রোগ্রামের মায়কাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার কারণ জানাতে গিয়ে আলভেজ আরও বলেছেন, 'এটা আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার দিচ্ছি, কারণ আমি কী ভাবছি সেটা সবাইকে জানানোর সুযোগ আমি নিতে চাই। আমি আপনাদের জানাতে চাই সেদিন কী ঘটেছিল এবং বাথরুমে কী হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ভীতিকর এক গল্পই সবাইকে শোনানো হয়েছে এবং আতঙ্কের কথা বলা হয়েছে। যা ঘটেছে তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি আমি যা করেছি তার সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই।'

ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানি আলভেজ বাথরুমে কী ঘটেছিল তার ব্যাখ্যায় আলভেজ বলেছেন, 'আমরা কথা বলার পর আমি বাথরুমে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। কারণ, আমরা কিছু সময় একসঙ্গে নেচেছি। আমরা চুমু খাইনি বা তেমন কিছু করিনি। তবে অবশ্যই আমরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমরা জনসম্মুখে ছিলাম। আমাদের ছবি তোলার ব্যাপারে বাধা দিতে আমার বন্ধু সামনেই দাঁড়িয়েছিল। আমি মেয়েটিকে বলেছিলাম আমি আগে বাথরুমে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করব।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষায় রাখার পর সেই নারী বাথরুমে এসেছেন দাবি করে আলভেজ আরও যোগ করেন, 'সে ভেতরে এলে আমি সরে দাঁড়াই। আমি বাথরুমের দরজাও আটকাইনি। জানতাম আমার বন্ধু বাইরে আছে। ফলে কেউ আর ভেতরে আসতে পারবে না। সে জানত আমরা কী করছি। সে কখনোই আমাকে থামতে বলেনি বা চলে যেতে চায় এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। পুরো সময়টাতে দরজা খোলা ছিল। সে চাইলেই চলে যেতে পারত। কারণ, আমি পুরোটা সময় টয়লেটের সিটেই বসেছিলাম।'

অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানি আলভেজের কঠিন শাস্তি হতে পারে।

ধর্ষণের ঘটনায় নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি একজনের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন আলভেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মায়কা আলভেজের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কারও কাছে তিনি ক্ষমা চান কি না। তখন স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে আলভেজ বলেছেন, 'শুধু একজন মানুষের কাছে আমি চাই সে আমার স্ত্রী, হোয়ানা সাঞ্জ। আমি এরই মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তবে সবকিছু এখন সবাই জানে। জনসম্মুখে আমার ক্ষমা চাওয়াটাও তার প্রাপ্য।'

শেষ বলে চার, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয় স্কটল্যান্ডের

স্কটল্যান্ড (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রথম ম্যাচে ওমান চমকে দিয়েছিল আয়ারল্যান্ডকে। এবার তাদের মুঠোয় থাকা ম্যাচটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল স্কটল্যান্ড। মাইকেল লিস্কের ৬১ বলে ৮৯ রানের অপরাজিত দুর্দান্ত ইনিংসে শেষ বলে গিয়ে আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ২৮৬ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে স্কটিশরা, সেটাও ১ উইকেট বাকি রেখে। স্কটল্যান্ড নিজেদের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়বার কোনো ওয়ানডে জিতল ১ উইকেটের ব্যবধানে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে তাদের শুরুটা হলো দারুণ। অন্যদিকে প্রথম দুই ম্যাচে হেরে নিজেদের কাজটি কঠিন করে তুলল আয়ারল্যান্ড। ম্যাচের শেষ ওভারেও হয়েছে নাটক। ৬ বলে প্রয়োজন ছিল ৮ রান, স্কটল্যান্ডের তখন বাকি ২ উইকেট। মার্ক অ্যাডাইরের বলে ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে খেলেছিলেন মাইকেল লিস্ক, লং অনে হ্যারি টেক্টরের জন্য সেটি ছিল 'সহজ' ফিল্ডিং। টেক্টর সেটি মিস করে যাওয়ায় বাউন্ডারি পান লিস্ক। ম্যাচের চিত্রও যেন ফুটে ওঠে তাতে। পরের বলে সিঙ্গেল, তৃতীয় ডেলিভারিতে অ্যাডাইরের শর্ট বলে তুলে মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন শায়ান শরিফ। অ্যাডাইর আবার শর্ট করেন, আবার ডট। পরের বলও শর্ট, এবার অবশ্য ১ রান বাই। শেষ বলে ইনসাইডএজে চার পান লিস্ক, তাতেই স্কটল্যান্ড মাতে উল্লাসে। অথচ শেষ ওভারের অনেক আগেই ম্যাচটি শেষ করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিল আয়ারল্যান্ড। রান তাড়ায় ৩৪তম ওভারে সপ্তম উইকেট হারিয়ে ফেলে স্কটল্যান্ড, জয় থেকে তখনো ১৩৫ রান দূরে তারা। সেখান থেকে স্কটল্যান্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর ভিতটা তৈরি করেন লিস্ক, সঙ্গী হিসেবে পান মার্ক ওয়াটকে। দুজনের জুটিতে ওঠে ৬৭ বলে ৮২ রান। ৪৩ বলে ৪৭ রান করে ওয়াট ফিরলেও শরিফকে নিয়ে আরও ৫০ রান যোগ করেন লিস্ক, যদিও এ জুটিতে শরিফের অবদান মাত্র ৬ রান।

করোনার টিকা নেওয়াতেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন শেন ওয়ার্ন, দাবি

পর্থ ঃ ক্রিকেট মহাকাশ থেকে গত বছরের ৪ মার্চ আচমকা অঝোর বৃষ্টি নামে। অবিশ্বাসের ঘোরে বন্দী হয়ে পড়েন সবাই। খেলাটির অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, লেগ স্পিনশিল্পের সবচেয়ে নিখুঁত শিল্পী শেন ওয়ার্ন সেদিন সবাইকে চমকে দিয়ে মৃত্যুদূতের ফ্লিপারে হন বোল্ড। সেটাও জন্মভূমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ৭ হাজার কিলোমিটার দূরের দেশ থাইল্যান্ডের কোহ সামুই দ্বীপে। সেখানে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় কোহ সামুইয়ের সামুজানা ভিলাস রিসোর্টের একটি কক্ষে একাই ছিলেন ওয়ার্ন। থাইল্যান্ডের ফরেনসিক পুলিশ আলামত সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর ঘরের মেঝে, তোয়ালে ও বালিশে রক্তের দাগ পেয়েছিল। কিংবদন্তি লেগ স্পিনারের স্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তাই পরিবার ও ভক্তদের মনে সন্দেহ জেগেছিল। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে আসার পর থাইল্যান্ডের পুলিশ বিভাগ নিশ্চিত করে, ৫২ বছর বয়সী ওয়ার্নের মৃত্যুতে কোনো রহস্য নেই। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়াতেই নাকেমুখে রক্ত এসেছিল। ওয়ার্ন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, এটা ঠিক। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা মনে করতেন, বেপরোয়া ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনই ওয়ার্নকে শেষ করে দিয়েছে। কারণ, ধূমপান ও মদ্যপান ছাড়া থাকতেই পারতেন না আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০১ উইকেটের মালিক।

এত দিন পর স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা যে বিস্ফোরক দাবি তুলেছেন, সেটা চমকে দেওয়ার মতোই। এক বিশেষ গবেষণায় জানা গেছে, করোনার টিকা নেওয়ার কারণে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ওয়ার্ন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ অসীম মালহোত্রা ও অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার চিকিৎসক সমিতির সভাপতি ক্রিস্টোফার নেইল এ দাবি করেছেন। এর পেছনে যুক্তিও দেখিয়েছেন তাঁরা। মালহোত্রা ও নেইল গবেষণা করে জেনেছেন, করোনার এমআরএনএ (বার্তাবাহী রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) টিকা নিলে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা দ্রুত বেড়ে যায়। বিশেষ করে যাঁদের হৃৎপিণ্ডে অল্পবিস্তর সমস্যা এখনো ধরা পড়েনি, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা বেশি।

মৃত্যুর ৯ মাস আগে ওয়ার্ন করোনার যে টিকা নিয়েছিলেন, সেটা ছিল এমআরএনএ ধরনের। এই টিকাই তাঁর হৃদ্‌রোগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। গবেষক মালহোত্রা বলেছেন, 'একজন সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার মাত্র ৫২ বছরে আচমকা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, এটা সচরাচর হয় না। তবে এটাও ঠিক যে ওয়ার্নের জীবনযাত্রা যে রকম ছিল, সেটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাঁর ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি ছিল, নিয়মিত ধূমপান করতেন। সম্ভবত তাঁর ধমনিতে দেয়ালের মতো কিছু তৈরি হয়েছিল, যা পথটা রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। আমার দুজন রোগীর ক্ষেত্রে সেটা দেখেছি, আমার বাবা কীভাবে মারা গেছেন, সেটাও দেখেছি। ফাইজারের এমআরএনএ কোভিড টিকার দুটি ডোজ নেওয়ার পর কয়েক মাস ধরে হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা ক্রমশ বাড়ছিল।' অসীম মালহোত্রার মতে, শুধু ওয়ার্নের ক্ষেত্রে নয় বিশ্বজুড়ে বহু মানুষের ওপর এমআরএনএ করোনা টিকার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ কারণে মৃত্যুর হারও বেড়েছে, 'এ ধরনের করোনা টিকা নেওয়ার পর হৃৎপিণ্ডের ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তা অভাবনীয়। বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বজুড়ে আমরা যে বেশি মৃত্যুর খবর পাচ্ছি, সেটার পেছনে এটার হাত আছে।' আরেক গবেষক ক্রিস্টোফার নেইল দ্রুত এমআরএনএ করোনা টিকার ব্যবহার বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, 'অবিলম্বে এ ধরনের করোনা টিকার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যাতে আরও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, অকালমৃত্যু না হয়।' নেইল আরও বলেছেন, 'তথ্যউপাত্ত যাচাই করে দেখেছি, যে সব কারণে মানুষ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয় তার ২০ শতাংশ ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। যাদের বয়স ৫২ বছরের বেশি, তাদের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোভিড টিকাকে সন্দেহজনক ওষুধ বিবেচনা করা হয়েছে। এসব রিপোর্টের বেশিরভাগ চিকিৎসকরাই তৈরি করেছেন। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞসহ অনেকেই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

ভারতীয় পণ্ডিতরা কেন তাদের লেখা পাঠ্যপুস্তক থেকে নাম প্রত্যাহার করতে চাইছেন

নয়া দিল্লি ঃ পাঠ্যপুস্তকের মালিক আসলে কে? ভারতে এই প্রশ্নটি এখন সবার মুখে মুখে ঘুরছে।

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু কিছু বিষয় মুছে ফেলার বিষয়ে খবর প্রচারের পর স্কুলে শিশুদের আসলে কী কী পড়ানো উচিত, তা নিয়ে গত ক'সপ্তাহ ধরে চলছে তুমুল বিতর্ক।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলি নতুন নয়। চলতি বছরের শুরুতে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) এসব বই প্রকাশ করেছে এবং ইতোমধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি স্কুলে তা পড়ানো হচ্ছে। এনসিইআরটি হচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। সরকার পরিচালিত সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর তত্ত্বাবধান করাই হচ্ছে এই সংস্থার দায়িত্ব।

পাঠ্যপুস্তক থেকে যেসব বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চরম হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের হাতে ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রাণনাশের প্রচেষ্টার অনুচ্ছেদ এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা এবং বহু ভারতের সামাজিক বৈচিত্র্যের মতো অধ্যায়।

এনসিইআরটি ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিয়েছে এবং বাদ দিয়েছে ভারতে মুঘল শাসকদের ওপর একটি অধ্যায়। রসায়নের পিরিওডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী, এবং বিজ্ঞানের বইয়ের বিবর্তন তত্ত্বের অংশগুলিকে ওপরের ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর এসব পরিবর্তন জন্ম দিয়েছে প্রবল সমালোচনার।

এসব পরিবর্তনের ঘোষণা করা হয় গত বছর, পাঠ্যসূচির 'যৌক্তিকীকরণ' প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে। এনসিইআরটি তখন বলেছিল যে এসব পরিবর্তনে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান প্রভাবিত হবে না, বরং কোভিড ১৯ মহামারির পর শিশুদের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে দেবে।

কিন্তু এখন কিছু শিক্ষাবিদ, যারা পুরনো পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনা ও প্রকাশের ওপর সরকারি কমিটির অংশ ছিলেন, তারা বলছেন যে নতুন পাঠ্যক্রমের সাথে তারা আর যুক্ত থাকতে চান না।

গত ৮ই জুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুহাস পালশিকার এবং ইউগেন্দ্র ইয়াদভ, যারা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০০৬ সালে প্রকাশিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইগুলির উপদেষ্টা ছিলেন, তারা এনসিইআরটিকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে বইগুলির ছাপা এবং ডিজিটাল সংস্করণ থেকে তাদের নাম যেন মুছে ফেলা হয়।

তারা বলছেন, পাঠ্যপুস্তকে অসংখ্য অযৌক্তিক কাটছাঁট এবং বড় বড় অংশ মুছে ফেলা নিয়ে তাদের আপত্তি রয়েছে, কারণ এসব পরিবর্তনের পেছনে তারা কোন শিক্ষাগত যুক্তি দেখতে পাচ্ছেন না।

এনিয়ে এনসিইআরটি এক বিবৃতিতে বলেছে, এধরনের অনুরোধে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ সব পাঠ্যপুস্তকের কপিরাইট অধিকার এই সংস্থার। যোগাযোগ করা হলে, এনসিইআরটি পরিচালক ডি.এস. সাকলানি বিবিসিকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ঐ বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন।

এ নিয়ে অচলাবস্থা আরও তীব্র হয় গত সপ্তাহে যখন ৩০ জনেরও বেশি শিক্ষাবিদ তালিকাভুক্ত পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন কমিটি (টিডিসি) থেকে তাদের নাম প্রত্যাহারের জন্য এনসিইআরটিকে অনুরোধ জানান। এসব শিক্ষাবিদরা যুক্তি দেখান যে কপিরাইট থাকলেও তাদের লেখা পাঠ্যপুস্তকে কোন পরিবর্তন করার অধিকার এনসিইআরটির নেই।

কিন্তু এনসিইআরটি বলছে, টিডিসি'র ভূমিকা কীভাবে পাঠ্যপুস্তকগুলি ডিজাইন করা হবে এবং মুদ্রণ করা হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এর অতিরিক্ত কিছু নয়।

সংস্থাটি আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে, পরিবর্তিত বিষয়বস্তু শুধুমাত্র বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির নির্দেশিকাগুলির ওপর ভিত্তি করে শিগগীরই স্কুল পাঠ্যপুস্তকের একটি নতুন সেট তৈরি করা হবে।

এনসিইআরটির এই বক্তব্যের পর শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে। সমালোচকরা যুক্তি দিচ্ছেন, পাঠ্যপুস্তককে আত্মদর্শনের একটি উৎস হিসাবে দেখা উচিত এবং এনসিইআরটির বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করছেন, যে অংশগুলি বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলো হিন্দু জাতীয়তাবাদী শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির পছন্দ নয়। 'যৌক্তিকীরণের' সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করছে যে এনসিইআরটি তার স্বায়ত্তশাসনকে মূল্য দেয়না কিংবা এর নেতৃত্ব গণতন্ত্রের মধ্যে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয়, লিখেছেন পিটার রোনাল্ড ডিসুজা যিনি নিজেও গত সপ্তাহে কমিটি থেকে তার নাম প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন।

তবে পাঠ্যসূচির এসব পরিবর্তন নিয়ে এনসিইআরটি'কে সমর্থন করেও বক্তব্য এসেছে। গত সপ্তাহে ৭৩ জন শিক্ষাবিদ এক যুক্ত বিবৃতিতে যুক্তি দেখান যে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলিকে হালনাগাদ করা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

সমালোচকরা যা দাবি করছেন তা হলো হালনাগাদ করা পাঠ্যপুস্তকের বদলে ছাত্ররা যেন এখনও ১৭ বছরের পুরনো

পাঠ্যপুস্তক দিয়েই লেখাপড়া চালিয়ে যায়। নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডাকে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে এরা সারা দেশে কোটি কোটি শিশুর ভবিষ্যৎ বিপন্ন করতেও প্রস্তুত, তারা বিবৃতিতে বলেন।

পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনকে যারা সমর্থন করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নামকরা জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এর প্রধান এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)-এর প্রধান।

জেএনইউ'র ভাইস চ্যান্সেলর সন্তিশ্রী ধুলিপুদি পণ্ডিত লিখেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটি কঠোর তথ্যপ্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এসব যাচাইবাছাইয়ের প্রশংসা করা উচিৎ। পছন্দমতো অংশকে তুলে ধরা এবং ভুলভাবে উপস্থাপন করা স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার জন্ম দেয় না, বরং সেটিকে দুর্বল করে। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যম এই বিষয়টিতে অনেক ভুল তথ্য তুলে ধরছে।

তবে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন নিয়ে বিতর্ক কিন্তু ভারতে নতুন নয়। জাতীয় এবং রাজ্য দুটি স্তরেই বিভিন্ন সরকার প্রায়ই তাদের আদর্শিক বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন ঘটানো কিংবা নতুন বিষয়বস্তু ঢোকানো অথবা প্রত্যাহারের চেষ্টা করেছে। বেশিরভাগ শিক্ষাবিদ পরামর্শ দিচ্ছেন, তথ্য হালনাগাদ করা এবং বিষয়বস্তু ও শিক্ষার ফলাফলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে নিয়মিতভাবে পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করতে হবে।

কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, এসব পর্যালোচনা হওয়া উচিৎ স্বচ্ছ ও সামগ্রিকভাবে।

নাম থেকে যেমনটি বোঝা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের অবস্থান খুবই পবিত্র। কোনো বিষয়কে বুঝতে পাঠ্যপুস্তকই হচ্ছে প্রথম খাঁটি উৎস যার ওপর শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ই নির্ভরশীল, মি. পালশিকার বলছেন।

সারা দেশে হাজার হাজার স্কুলে ব্যবহারের কারণে এনসিইআরটি'র পাঠ্যপুস্তকগুলিতে প্রচুর যাচাইবাছাই করা হয়। এছাড়া, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের রেফারেন্সের জন্যও এসব বই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, বিশাল এলাকা জুড়ে এসব বই ছড়িয়ে রয়েছে, বলছেন মি. পালশিকার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুচিন্তার মাধ্যমে তৈরি পাঠ্যক্রমের ভূমিকা হল শিক্ষার্থীদের এমন কিছু বিষয়ের সাথে পরিচিতি ঘটানো যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্ম হবে। এতে তারা এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হবে যা কেবল তাদের অন্যান্য পাঠ্যক্রমের সাথেই নয় বরং তাদের জীবনের সাথেও প্রাসঙ্গিক হবে।

কিন্তু যখন কিছু অনুচ্ছেদ এবং বাক্য নির্বিচারে মুছে ফেলা হয়, তখন পাঠ্যপুস্তকে যুক্তিতর্কের ধারাবাহিকতাটি নষ্ট হয়ে যায়, যা শেখার প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে বলে মি. পালশিকার উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয়বস্তু মুছে ফেলার বিষয়েও তাদের আপত্তি রয়েছে কারণ, এনসিইআরটি'র পরামর্শ গ্রহণের প্রক্রিয়াটি কেমন ছিল তা তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আমাদের একমাত্র অভিযোগ, আপনি যদি অন্য কারো সাথে পরামর্শ করে থাকেন তাহলে বইগুলিতে আমাদের নামের পরিবর্তে তাদের নামগুলো যোগ করে দিন।

এনসিইআরটি বলছে, যেসব বই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সেগুলির মূল্যায়ন করার দায়িত্ব তারা দিয়েছিল সংস্থার কিছু ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং বাইরের বিশেষজ্ঞকে যারা এসব পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিল। এই প্রক্রিয়ার জন্য পাঁচটি মানদণ্ড ঠিক করা হয়েছিল একই শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুর ওভারল্যাপিং একই বিষয়ে নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণিতে একই রকম বিষয়বস্তু বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধার স্তর এমন সব বিষয়বস্তু যা শিশুরা সহজেই 'অ্যাক্সেস' করতে পারে এবং শিক্ষকদের তরফ থেকে খুব বেশি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। এবং সবশেষে, এমন সব বিষয়বস্তু যা বর্তমান পটভূমিতে প্রাসঙ্গিক নয়।

কাউন্সিলের পাঠ্যপুস্তক দলের চারজন সদস্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছেন, প্রাসঙ্গিক যেসব তথ্য সরিয়ে নেয়া হয়েছে বা 'যৌক্তিকীকরণ' করা হয়েছে তা রাখা হয়েছে হয় ভিন্ন ক্লাসে একই বিষয়ে কিংবা একই ক্লাসে ভিন্ন বিষয়ে।

সে কারণে পিরিওডিক টেবিল বা পর্যায় সারণীটি ক্লাস নাইন এবং টেনের পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণরূপে সরানো হয়নি, বরং ক্লাস ইলেভেনের পাঠ্যপুস্তকে আবার ঢোকানো হয়েছে। মুঘল ইতিহাস পাঠ্যক্রম থেকে পুরোপুরি বাদ পড়েনি। এবং ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বটি দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাভার করা হয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই চূড়ান্ত নয়, এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। সাম্প্রতিক সব বিতর্ক যা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তাও পাঠ্যক্রমের অংশ হওয়া উচিত, জেএনইউ'র ভিসি মিজ পণ্ডিত লিখেছেন।

যাহোক, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এধরনের 'স্বেচ্ছাচারী' পরিবর্তন ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে।

এমনকি ইউজিসি প্রধান মামিদালা জগদেশ কুমার, যিনি মূলত যৌক্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার পক্ষে, তিনিও কিছু সমালোচনার সাথে একমত - বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে।

সারা বিশ্বজুড়ে বিবর্তন তত্ত্ব, পর্যায় সারণী এবং শক্তির উৎসের মতো বিষয়গুলি ছাত্রদের ক্লাস টেন শেষ করার আগেই শেখানো হয়, এ সপ্তাহে তিনি লিখেছেন। তবে এই নিবন্ধে তিনি এও যোগ করেন যে এনসিইআরটির উদ্দেশ্য নিয়ে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

মি. পালশিকার উল্লেখ করছেন, ভারতে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে এসব যুক্তি উঠে এসেছে।

আমি মনে করি, ভারতের উচ্চ শিক্ষার খাত - বিশেষ করে মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলি - দীর্ঘদিন ধরে তার প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, চাকরিবাকরি পাওয়ার চাপের কারণে। উচ্চ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশ্ন করা এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা, সেটি এখন হারিয়ে গেছে, বলছেন তিনি।

সেই তুলনায় আমাদের এখনকার এসব বিতর্ক অবশ্য খুবই সামান্য।

টুকরো খবর

পশ্চিমবঙ্গ দিবস ঃ হিন্দুত্ববাদীরা কেন দিনটি পালন করছে?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' হিসাবে ২০জুন তারিখটিকে তুলে ধরা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের এই দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় এক ভোটাভুটির মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছিল। ইতিহাসবিদদের একটা অংশ মনে করেন ২০ জুন বাংলার মানুষের কাছে গৌরবের দিন নয়, এটা 'লজ্জার দিন'। আবার আরেকটি অংশ, যারা হিন্দু পুণরুত্থানবাদী আরএসএসের ঘনিষ্ঠ, তারা মনে করেন ৪৬'এর কলকাতার দাঙ্গা বা নোয়াখালির দাঙ্গা থেকে পরিত্রাণ পেতেই 'পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির' এবং পশ্চিমবঙ্গের ভারত ভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনকার রাজনীতিবিদরা। সেই দিনটিকেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সব রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে। উদযাপনের ছবি সহ রাষ্ট্রপতির কাছে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে ওই নির্দেশে। বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী নেতানেত্রীরা ব্যাপক হারে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছা পোস্ট করছেন সামাজিক মাধ্যমে। কলকাতায় রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, গভর্নর সিভি আনন্দ বোস রাজভবনে এই দিনটি উদযাপনের আয়োজন করেছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের বিরোধিতা করেছেন। তার যুক্তি, এই দিনটি উদযাপনের নয়, ১৯৪৭ সালে বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলাকে টুকরো করে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে পাঠানো এক দীর্ঘ চিঠিতে মিজ ব্যানার্জী লিখেছেন, আমি হতবাক ও বিস্মিত হয়েছি এটা জেনে যে আপনি ২০ জুন রাজভবনে 'পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস'এর মতো একটা অদ্ভুত দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ দুপুরেই যখন আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল, তখন আপনিও মেনে নিয়েছিলেন যে একতরফা ভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘোষণা করার সিদ্ধান্তটা অনভিপ্রেত ছিল। অনুষ্ঠানটি না করার কথাও বলেছিলেন আপনি, লিখেছেন মমতা ব্যানার্জী। মিজ ব্যানার্জী এও লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ কোনও একটা বিশেষ দিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বিশেষ করে ২০ জুন তো নয়ই। স্বাধীনতার পর থেকে কোনও দিন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এরকম কোনও দিবস পালন করা হয় নি। মমতা ব্যানার্জীর কথায় বাংলাভাগ করা হয়েছিল সেই সময়ের একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, একই সঙ্গে সেটি ছিল বাংলার মানুষের কাছে এক দুঃখজনক নিয়তি। বস্তুতঃ, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকে সেই সময়ে প্রতিরোধ করতে না পারার কারণেই দেশভাগ হয়েছিল, মন্তব্য করেছেন মমতা ব্যানার্জী। 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ এসেছে, সেটির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলেও লিখেছেন মমতা ব্যানার্জী।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলা ভাগ করা হবে কিনা - সেই সিদ্ধান্তের ওপরে ভোটাভুটি হয়। মুসলমান সংখ্যাগুরু পূর্ব বঙ্গ অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের ভোটে বাংলা ভাগ করার বিপক্ষে রায় যায়। ১০৬টি ভোট বাংলা ভাগের বিপক্ষে আর মাত্র ৩৫টি ভোট পড়েছিল বাংলা ভাগ করার পক্ষে। আর হিন্দু সংখ্যাগুরু পশ্চিমবাংলা অংশের জনপ্রতিনিধিদের ভোটে ৫৮-২১ ভোটে বাংলা ভাগ করার পক্ষে রায় যায়। ঐতিহাসিক ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের গার্ডিনার অধ্যাপক সুগত বসু বলছেন, প্রাদেশিক আইনসভার বেশিরভাগ সদস্য দেশভাগ না চাইলেও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার মাধ্যমে ৩ জুনই ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল যে পাঞ্জাব আর বাংলা ভাগ করা হবে। তার কথায়, ২০ জুনের ভোটাভুটির মাধ্যমে দেশভাগের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছিল মাত্র। তাই এটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন নয় যে আলাদা করে উদযাপন করতে হবে। এটা গৌরবেরও দিন নয়। এটা আত্মঘাতী বাঙালীর লজ্জার দিন, বলছিলেন অধ্যাপক বসু।

প্রাদেশিক আইনসভা বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়ার পরে সেদিনই বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংবাদমাধ্যমে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী গবেষক আলিমুজ্জামান জানাচ্ছেন, সেই বিবৃতিতে সোহরাওর্দী সাহেব বলেছিলেন যে আশা নিরাশার যন্ত্রণার ইতি হলো অবশেষে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হবে অচিরেই, মুসলিম বাংলার ক্ষোভের বিশেষ কারণ নেই। ওই বিবৃতিতেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব আরও বলেছিলেন যে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে। চলুন আমরা পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখেই পৃথক পথে এগিয়ে যাই, বলেন মি. আলিমুজ্জামান।

আরএসএসের ইতিহাসবিদদের সংগঠন, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন বলছেন, এটাকে আমরা যদি বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত হওয়ার দিন হিসাবে না দেখে যদি বিপরীত ভাবে দেখি যে এই দিনে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির এবং তার ভারত ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছিল? তার কথায়, সেদিন যদি দেশভাগের সিদ্ধান্ত না নেওয়া হত, তাহলে তো পুরো বাংলাটাই ভারত থেকে বেরিয়ে যেত। মি. সেন বলছিলেন, যে ২০ জুন বা দেশভাগকে অন্ধকার সময়কাল বলে বর্ণনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই অন্ধকার সময়টা শুরু হয়েছিল আরও আগে থেকে। ৪০-এর দশকের প্রথম থেকে যে দাঙ্গা পরিস্থিতি এবং হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার চলেছিল, ১৬ অগাস্ট ১৯৪৬ সালে যে ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে'র পরে দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস চলেছিল, বা নোয়াখালির দাঙ্গায় তা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতেই মানুষ বাংলা ভাগ মেনে নেয় এবং পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে আরএসএস এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো পশ্চিমবঙ্গের জনক হিসাবে সম্মান দেখিয়ে থাকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উদ্যোগটা নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি একা ছিলেন না। দলমত নির্বিশেষে, পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী সবাই বাংলাভাগকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকি কংগ্রেসও সমর্থন করেছিল, কেবলমাত্র শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায় মি. সোহরাবর্দীর যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, বলছিলেন অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন। ভারতের স্বাধীনতার বেশ কয়েক মাস আগে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওর্দী, আবুল হাশিমদের মতো বেশ কয়েকজন মুসলিম লিগ নেতা এবং কংগ্রেস নেতা ও সুভাষ চন্দ্র বসুর দাদা শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়রা বাংলাকে ভাগ না করে একটি যুক্ত বঙ্গ প্রদেশের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই পরিকল্পনাকে 'ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান' বলা হয়। ওই পরিকল্পনা একটা সময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং মুহম্মদ আলি জিন্নারও সমর্থন পেয়েছিল। কলকাতা লাগোয়া সোদপুরের খাদি আশ্রমে বেশ কয়েক দফায় মি. গান্ধী এসে যুক্ত বঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরিকল্পনাটির ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা বলে যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সম্মান জানিয়ে থাকে, দেশভাগ নিয়ে তার যুক্তি ছিল, যদি বাংলাকে ভাগ না করা হয় এবং যদি 'যুক্তবঙ্গ' নামে একটি তৃতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহলে সেই যুক্তবঙ্গ একসময়ে পাকিস্তানে চলে যাবে। অধ্যাপক সুগত বসুর কথায়, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৩ জুন, ১৯৪৭, যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেন রেডিওতে, তার দুটো ভার্সান লণ্ডনে গিয়ে রেকর্ড করে এসেছিলেন। 'ব্রডকাস্ট এ' - তে ছিল পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে ভারতের স্বাধীনতা দেওয়ার ঘোষণা আর 'ব্রডকাস্ট বি'তে ছিল যে বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান নেতারা একটা রফা করেছেন এবং তারা অবিভক্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বলছিলেন অধ্যাপক সুগত বসু।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ লিজ দিলে ক্ষমতায় থাকতে অসুবিধা নেই - শেখ হাসিনা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা দেশ কাউকে 'লিজ' দিলে ক্ষমতায় থাকার কোন অসুবিধা নেই। বুধবার গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে আমেরিকা বাংলাদেশের কাছে 'সেন্ট মার্টিন দ্বীপ চায়' এবং সেজন্যই তারা আগামী নির্বাচন নিয়ে সরকারের উপর নানাভাবে চাপ তৈরি করছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শরীক দল জাসদ ও ওয়ার্কাস পার্টির নেতারা সংসদে কথা বলেছেন। এমন প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তরফ থেকেও সেন্টমার্টিন দ্বীপ নিয়ে কথা বললেন। সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে দাবি করেন, এই দেশের কোন সম্পদ কারও কাছে বিক্রি করে তিনি ক্ষমতায় আসতে চান না।গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিলে তিনিও ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। এখনো যদি বলি, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বা আমাদের দেশ কাউকে লিজ দেবো, তাহলে আমার ক্ষমতায় থাকার কোন অসুবিধা নেই, আমি জানি সেটা। কিন্তু আমার দ্বারা সেটা হবে না, বলেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আমি কাউকে খেলতে দেবো না। আমাদের দেশের মাটি ব্যবহার করে কোন জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে, অ্যাটাক করবে, এটা আমি হতে দেবো না।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহার চায় মালি, এর কারণ কী?

AFP

মালি ঃ আফ্রিকার দেশ মালি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী আর রাখতে চায় না। দেশটির সরকার বলছে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কারণে দেশটিতে শান্তি তো আসেই নি, উল্টো সমস্যা তৈরি করেছে। মালিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনীকে দায়ী করছে দেশটির সরকার।

মালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী চলতি সপ্তাহের শুরুতে তার দেশ থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আহবান জানিয়েছেন।

মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর যে মিশন চলছে সেটি 'মিনুসমা' হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের তথ্য অনুযায়ী, মালিতে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর প্রায় ১৭০০ জন নিয়োজিত আছেন। এর মধ্যে সামরিক বাহিনীর প্রায় ১৪০০ জন এবং পুলিশ বাহিনীর প্রায় ৩০০ সদস্য নিয়োজিত আছে।

সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের ক্ষেত্রে আফ্রিকার দেশ শাদের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তৃতীয় অবস্থানে আছে মিশর।

'মিনুসমার' ১৩ হাজারের বেশি সৈন্য রয়েছে। এক দশক ধরে তারা তাদের মিশন পরিচালনা করে আসলেও দেশটিতে চলমান জিহাদি সহিংসতার বিস্তার বন্ধে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

রাশিয়ান ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ এখন মালির সামরিক শাসকদের সহায়তা করছে পশ্চিমা কর্মকর্তারা ওয়াগনারের বিরুদ্ধে ইউক্রেন এবং আফ্রিকার কিছু অংশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ইভান মাসলভের উপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করে। ইভান মাসলভ মালিতে নিযুক্ত ওয়াগনারের শীর্ষ কর্মকর্তা বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ওয়াগনার গ্রুপ পশ্চিমা অভিযোগের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি। মালি এবং আফ্রিকার অন্যান্য অংশে তাদের কার্যক্রমের বিষয়েও তারা গোপনীয়তায় রক্ষা করে চলছে।

মালিতে ফ্রান্সের বহু বছরের সম্পৃক্ততার বিষয়ে মালির নাগরিকদের আপত্তির পরে এবার 'মিনুসমার' বিষয়ে সমালোচনা করছে দেশটির সরকার। সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সের সঙ্গে মালির জোট গত বছর ভেঙে যায়।

মালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ডিওপ মালিয়ান কর্তৃপক্ষ এবং মিনুসমার মধ্যে আস্থার সংকট নিয়ে কথা বলেছেন এবং বলেছেন মালিয়ান সরকার অনতিবিলম্বে মিনুসমাকে প্রত্যাহার করতে বলেছে।

'মিনুসমার' ম্যান্ডেট আগামী ৩০শে জুন শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু এই সময়ে নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের ব্যর্থতার বিষয়ে এখনও কোন জবাব দিতে পারেনি।

৩০শে জুন 'মিনুসমার' মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সেটির ম্যান্ডেট নবায়নের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি হবার কথা রয়েছে।

একটি রেজ্যুলিউশনের পক্ষে অন্তত নয়টি ভোট প্রযোজন এবং এই রেজ্যুলুশন পাস করাতে পাঁচটি স্থায়ী প্রতিনিধি - রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ফ্রান্সের পক্ষ থেকে কোন ভেটো পড়া যাবে না।

তবে জাতিসংঘের প্রধান অ্যান্টনিও গুতেরেস সুপারিশ করেছেন যে, মিশনটিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন এটি সীমিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে কাজ করে।

মালিতে জাতিসংঘের বিশেষ দূত এল ঘাসিম ওয়ানে শুক্রবার মি. ডিওপের মন্তব্য সম্পর্কে বলেছেন, নিরাপত্তা পরিষদ যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে চলবো।

তবে তিনি যোগ করেছেন যে আয়োজক দেশের সম্মতি ছাড়া একটি নির্দিষ্ট দেশে কাজ করা অসম্ভব না হলেও, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে।

মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের হাইকমিশনারের একটি প্রতিবেদনে, গত বছরের মার্চ মাসে মধ্য মালির মৌরা গ্রামে অভিযানের চালানোর সময় ৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করার জন্য মালিয়ান সশস্ত্র বাহিনী এবং বিদেশী নিরাপত্তা কর্মীদের অভিযুক্ত করা হয়। মালি এবং রাশিয়া উভয় সরকারই এই প্রতিবেদনের নিন্দা করেছে।

মালির অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক সরকার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে দেশ ছেড়ে সরিয়ে নিতে বলার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার আহ্বান জানায়, দেশটি থেকে যেন সুশৃঙ্খল এবং দায়িত্বশীল উপায়ে মিশন কমিয়ে আনা হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, মিনুসমার সংখ্যা কমিয়ে আনা অবশ্যই সুশৃঙ্খল এবং দায়িত্বশীল উপায়ে হতে হবে। যেন শান্তিরক্ষী এবং মালিয়ানদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়।

পররাষ্ট্র দফতর থেকে আরও বলা হয় যে সামরিক নেতৃত্বাধীন মালিয়ান সরকারকে তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে একটি নির্বাচিত বেসামরিক প্রশাসনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

মি. মিলার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে মালিয়ান জনগণের নিরাপত্তা ও মানবিক সংকটের উপর যে প্রভাব পড়বে তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।

ইসলামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তৎপরতা রুখতে মালির সরকার লড়াই করছে, যা ২০১২ সালে একটি অভ্যুত্থানের পর শেকড় গেড়েছিল।

পরের বছর ২০১৩ সালে দেশটিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। এর লক্ষ্য ছিল স্থিতিশীলতা ফেরাতে সেখানকার বিদেশি এবং স্থানীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

নিরাপত্তাহীনতা ক্রমেই বাড়ত থাকায় ২০২০ এবং ২০২১ সালে দুটি অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে এবং সেনা শাসক শান্তিরক্ষী বাহিনী এবং ফ্রান্সসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মিত্রদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়।

দেশটির সামরিক বাহিনী সেখানকার মিত্রদের সাথে মিলে সেতু পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তার সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য রাশিয়ার সহায়তা নিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম আফ্রিকায় আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ করা চালিয়ে যাবে যাতে তারা জরুরি নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে। স্থিতিশীলতা উন্নীত করতে এবং সংঘাত প্রতিরোধে অতিরিক্ত পদক্ষেপের বিষয়ে আঞ্চলিক নেতাদের সাথে আলোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই।

বুরকিনা ফাসোর সামরিক সরকার মালির সার্বভৌমত্ব এবং তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদের গড়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

দেশটির সরকারের মুখপাত্র রিমতালবা জিন ইমানুয়েল ওয়েড্রোগোকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি বলেছে যে এটি একটি সাহসী সিদ্ধান্ত।

এই বছরের শুরুর দিকে, বুরকিনা ফাসো একটি ছোট ফরাসি বাহিনীকে তার সীমান্ত ছেড়ে যেতে বলেছে।

ইসরায়েলি হত্যার প্রতিশোধ নিতে ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি ও জলপাই বাগানে আগুন

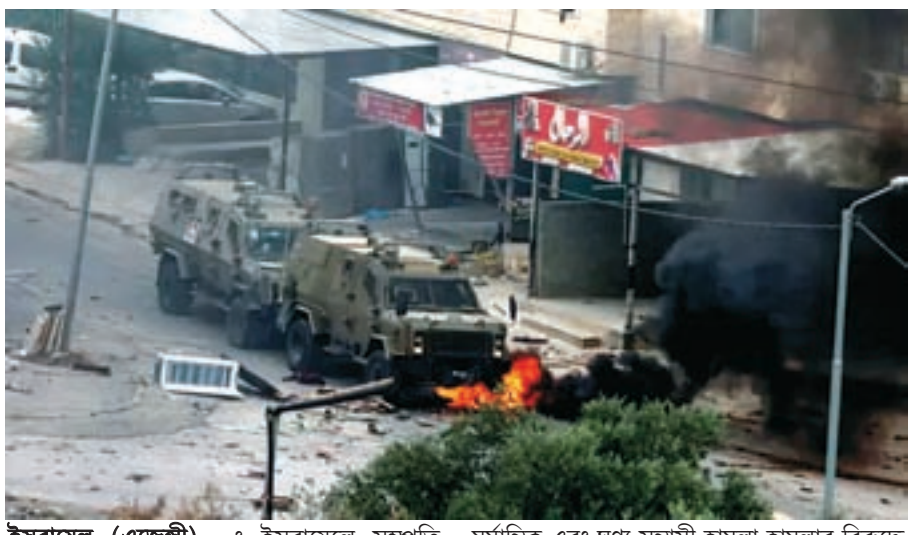

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলে সম্প্রতি চারজন ইসরায়েলিকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেশ ক'টি ফিলিস্তিনি শহর ও গ্রামে বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং তাদের জলপাই বাগান ও গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দু'জন ফিলিস্তিনি বন্দুকধারী অধিকৃত পশ্চিম তীরের একটি পেট্রোল পাম্পে ইসরায়েলিদের উপর গুলি চালানোর কয়েক ঘণ্টা পর প্রায় ১০০ জন ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ফিলিস্তিনি শহর হুওয়ারাতে তাণ্ডব চালায় বলে জানা গেছে।

এই শহরেই গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুই ইসরায়েলি ভাইকে হত্যার পর বসতি স্থাপনকারীরা বড় ধরনের প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালিয়েছিল।

বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ অবৈধ বলে বিবেচনা করে পশ্চিম তীরের এমন একটি বসতিতে শত শত ইহুদি সেটেলার জড়ো হয়। তাদের দাবি, মঙ্গলবারের আক্রমণের পাল্টা হিসেবে সেখানে নতুন বসতি স্থাপন অনুমোদন করতে হবে।

আরেকটি শহর জেনিনে সোমবার একটি বড় ইসরায়েলি অভিযানের সময় আহত ১৫বছর বয়সী এক কিশোরী বুধবার সকালে মারা গেছে। ঐ অভিযানে এর আগে সাত জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

মঙ্গলবার ইলাই নামে একটি ইহুদি বসতির বাইরে একটি রেস্তোরাঁ ও পেট্রোল স্টেশনে দুই ফিলিস্তিনি বন্দুকধারী হামলা চালালে একটি কিশোরসহ চারজন ইসরায়েলি মারা যায়। এছাড়া আরও চার ব্যক্তি আহত হয়, এদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

ফিলিস্তিনি জঙ্গি সংগঠন হামাস বলছে, হামলাকারীরা তাদের সদস্য।

ঐ ঘটনায় একজন সশস্ত্র ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, অন্যজন একটি চুরি করা গাড়িতে চড়ে পালিয়ে যায় এবং পরে তুবাস শহরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত হয়।

পশ্চিম তীরে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সহিংসতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মর্মান্তিক এবং ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলা হামলার বিরুদ্ধে তাদের সব ধরনের বিকল্প পথ খোলা রয়েছে।

হামাসের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, সোমবার জেনিনে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে সাত জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল এবং তার প্রতিশোধ হিসেবে ইলাই'তে হামলা চালানো হয়।

ইলাই'তে গুলিবর্ষণের কয়েক ঘণ্টা পর ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা কাছাকাছি বেশ ক'টি ফিলিস্তিনি শহর ও গ্রামে আক্রমণ চালায়। তারা ইটপাথর নিক্ষেপ করে এবং যানবাহন, সম্পত্তি এবং জলপাই বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয়।

নাবলুস অঞ্চলের একজন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা ঘাসান দাঘলাস বার্তা সংস্থা ওয়াফা নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছেন, ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের হামলায় মোট ১৪০টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে ৩৪ জন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক রাবার বুলেট এবং টিয়ারগ্যাসের আঘাতে আহত হয়েছে বলে তিনি বলেন।

ওদিকে, ফিলিস্তিনি হামলার ঢেউ সামাল দেয়ার জন্য ইসরায়েলের জোট সরকারের উগ্র ডানপন্থী দলগুলো উত্তরপশ্চিম ফিলিস্তিনের একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিনইয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর চাপ প্রয়োগ করছে।

ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গেভির সাংবাদিকদের বলেছেন, বিমান থেকে টার্গেটেড হত্যাকাণ্ডে ফিরে আসার, বোমা ব্যবহার করে ভবন ধ্বংস করার, রাস্তা অবরোধ করার, সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করার এবং সন্ত্রাসীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিন ফিরে এসেছে।

চলতি বছরের শুরু থেকে অধিকৃত পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম এবং গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনী বা ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের হাতে ১৬০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এই পরিসংখ্যানে জঙ্গিদের পাশাপাশি বেসামরিক মানুষও রয়েছে।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনিদের হামলায় ইসরায়েলি পক্ষে মারা গেছে ২৭ জন, যার মধ্যে রয়েছে দু'জন বিদেশি এবং একজন ফিলিস্তিনি কর্মী।

কেমন চলছে সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে রাজশাহী এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের তেমন একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, ভোট গ্রহণের চার ঘণ্টা পার হলেও ভোটারদের খুব বেশি উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। বুধবার সকাল আটটা থেকে রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। রাজশাহী এবং সিলেট থেকে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি অনেক কম দেখা যাচ্ছে। সিলেট থেকে আহমেদ নূর জানাচ্ছেন, সকালে কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে তিনি ফাঁকা দেখতে পেয়েছেন। অনেকক্ষণ পরপর একজন দুইজন ভোটার আসছেন। এখানে মেয়র পদ নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই, কাউন্সিলর প্রার্থীদের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। রাজশাহী থেকে সাংবাদিক আনোয়ার আলী জানাচ্ছেন, উপশহর হাউজিং, পদ্মা হাউজিংয়ের মতো তুলনামূলক 'অভিজাত এলাকাগুলোয়' ভোটকেন্দ্রগুলো ভোটারদের উপস্থিতি নেই। তবে নিম্নবিত্ত এলাকাগুলোর ভোটকেন্দ্র অনেক ভোটারের উপস্থিতি দেখা গেছে। কিন্তু কিছু কিছু কেন্দ্রে ইভিএম জটিলতার কারণে দীর্ঘসময় ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ভোটারদের, তিনি জানাচ্ছেন। এই দুই সিটি কর্পোরেশনে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ নিলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীর মধ্যে। শুরু থেকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। আর গত ১২ই জুন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থীর উপর হামলার পর সিলেট ও রাজশাহীর নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে এই দলটিও। ফলে সিলেট ও রাজশাহী দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।তবে দুই সিটি কর্পোরেশনেই বিএনপির একাধিক কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন। এর আগে গাজীপুর ও বরিশাল এরকম প্রার্থীদের দল থেকে বিএনপি বহিষ্কার করেছে।

টেস্ট ক্রিকেটকে বদলে দিতে পারে 'বাজবল ক্রিকেট থিওরি'

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ বাজবল হচ্ছে কোচ ব্রেন্ডান ম্যাককালামের অধীনে ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলার একটা দৃষ্টিভঙ্গি, যা খেলাটিকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উপভোগ্য করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। এজন্য অ্যাশেজ সিরিজ ২০২৩ এর প্রথম টেস্টে হেরে গেলেও ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দল ভূয়সী প্রশংসায় ভাসছে, বৃষ্টিবিঘ্নিত এই টেস্টে জয়ের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেছে ইংল্যান্ড, সেই চেষ্টাগুলো না করলে হয়তো এটা হতো নিষ্প্রাণ এক ড্র। কিন্তু বাজবল ক্রিকেট মানেই টানটান উত্তেজনা যেখানে জয়ের চেষ্টা করাটাই মূল কথা। ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেছিলেন, আমরা দর্শকদের জন্য কিছু দিতে চাই, টেস্ট ক্রিকেট যে তথাকথিত রীতিতে আবদ্ধ সেই সেকল ভাঙতে চাই।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্টো মনে করেন, 'বাজবল কোনও প্রক্রিয়া না, এটা একটা চিন্তাধারা, যা মূলত ক্রিকেটারদের স্বাধীনতা দেয়'।

টেস্ট ক্রিকেটকে অনেকেই রক্ষণাত্মক ঘরানার খেলা বলে যে তকমা দিয়ে এসেছে এতো বছর ধরে, বেন স্টোকসের অধিনায়কত্বে ও ব্রেন্ডান ম্যাককালামের কোচিংয়ে ইংল্যান্ডের এই দলটা এই প্রথা ভাঙ্গার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

যে কারণে উইকেটে জো রুটের মতো থাকার পরেও টেস্টের প্রথম দিন শেষ হওয়ার বেশ কিছু ওভার আগেই ২ উইকেট হাতে রেখে বেন স্টোকস এজবাস্টনের ড্রেসিং রুম থেকে ডাক দিলেন ইনিংস ডিক্লারেশনের।

এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই চোখ কপালে তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের কারণেই এই ম্যাচে একটা ফল এলো, যা ইংল্যান্ডের পক্ষে না এলে টেস্ট ক্রিকেটের পক্ষে এসেছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

'বাজ' ব্রেন্ডান ম্যাককালামের ডাকনাম, তার টেস্ট ক্রিকেট খেলানোর এই নয়া তরিকাকে তাই নাম দেয়া হয়েছে বাজবল। বিবিসির চিফ ক্রিকেট রাইটার স্টেফান শেমলিট লিখেছেন, এরা উদ্ভাবক, হয়তো এরা চিরতরে টেস্ট ক্রিকেটকেই বদলে দিচ্ছে। গত বছরের মে মাসে ম্যাককালাম ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব যখন নেন, তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের একজন কোচ কীভাবে টেস্ট ক্রিকেটের দায়িত্ব নেবেন? তাও আবার অভিজাত দল হিসেবে পরিচিত ইংল্যান্ডের। ম্যাককালাম আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ হিসেবে কাজ করতেন এর আগে। ব্রেন্ডান ম্যাককালাম ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার পর একটি টেস্ট সিরিজেও হারেনি দলটি, ম্যাচ হেরেছে গত রাতেরটা সহ মোট ৩ টি।গত বছরের শেষদিকে পাকিস্তান সফরে বেন স্টোকস বলেন, আমি ছেলেদের বলেছি, আমরা বিনোদন জগতে কাজ করি, আমাদের কাজ মানুষকে আনন্দ দেয়া, আমরা চেষ্টা করবো প্রতিটি টেস্ট ম্যাচেই মানুষ যাতে আনন্দ পায় সেটা নিশ্চিত করা।

এটা কেবল মুখের কথা নয়, ম্যাককালাম স্টোকস যুগে এই আনন্দ দেয়াড় কাজটাই করে আসছে দলটি। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এক ইনিংসে দ্রুততম ৪০০ ও ৫০০ রানের মালিক এখন ইংল্যান্ড।

ইএসপিএন ক্রিকইনফোর প্রতিবেদক অ্যান্ড্রু মিলার প্রথম বাজবল নামটি প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, এরপর থেকে ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামলেই এই শব্দটি উচ্চারিত ও লিখিত হয়ে আসছে। বাজবল ক্রিকেট প্রথম বড় ধাক্কা খেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডসে, স্টোকস ম্যাককালামের কোচ অধিনায়ক জুটি প্রথমবারের মতো হারের মুখ দেখে, তাও তিনদিনের মধ্যে এবং ইনিংস ব্যবধানে। স্টোকস বলেন, সেদিন আমি ড্রেসিং রুমে কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি জিগ্যেস করি, 'তোমরা কেউ গলফ খেলতে চাইলে হাত তোলো। সবার মধ্যে একটা স্বস্তি নেমে আসে, আমরা হালকা হতে থাকি। স্টেফান শেমলিট লিখেছেন, 'চাপ সরে গেল, যোগ হল আনন্দ'।